প্রভাত সঙ্গীত।

শ্রী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রণীত।

কলিকাতা
আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে
শ্রীকালিদাস চক্রবর্ত্তী দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বৈশাখ ১৮০৫ শক।

NATIONAL LIBRARY
No. 2226
Date 13.8.53
CALCUTTA

Rs 18/=
R N MITRA
NOT TO BE LENT OUT
SHELF LISTED
B
891.441
T479

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রভাত বিহঙ্গের গান (আহ্বান সঙ্গীত)	।০
নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ	১
অভিমানিনী নির্ঝরিণী	১৫
প্রভাত উৎসব	২৩
অনন্ত জীবন	২৮
অনন্ত মরণ	৩৭
পুনর্ম্মিলন	৪৬
প্রতিধ্বনি	৫৫
মহাস্বপ্ন	৬৩
সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়	৬৬
কবি (অনুবাদিত)	৮১
বিসর্জ্জন (ঐ)	৮৩
আঁখি ও তারা (ঐ)	৮৪
সূর্য্য ও ফুল (ঐ)	৮৫
সম্মিলন (ঐ)	৮৬
স্রোত	৯০
শরতে প্রকৃতি	৯৫
চেয়ে থাকা	১০০
গীত	১০৫
সাধ	১১১
সমাপন	১১৮

অশুদ্ধি শোধন।

অশুদ্ধ	পৃষ্ঠা	পংক্তি	শুদ্ধ
ধুশু	২৮	১৬	শুধু
মাঙ্কে	৪০	৩	মাঝে

বিজ্ঞাপন।

প্রভাত-সঙ্গীত প্রকাশিত হইল। "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" নামক কবিতাটি আমার লিখিত নহে। "নির্ঝরের স্বপ্ন-ভঙ্গ" রচিত হইলে পর আমার কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু তাহারই প্রসঙ্গ ক্রমে "অভিমানিনী নির্ঝরিণী" রচনা করেন। উভয় কবিতাই ভারতীতে একত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। অতএব উভয়ের মধ্যে যে একটি আজন্ম-বন্ধন স্থাপিত হইয়াছে, তাহা বিচ্ছিন্ন না করিয়া দুটিকেই একত্রে রক্ষা করিলাম।

"শরতে-প্রকৃতি," "শীত," ও গুটিকতক অনুবাদ ব্যতীত প্রভাত সঙ্গীতের আর সমুদয় কবিতা গুলিই সম্প্রতি লিখিত হইয়াছে।

গ্রন্থকার।

Presented
to Babu
Harendra Nath Mitra
Sreekrishnapore
by B. N. Mitter
Rajrampore,

স্নেহ উপহার।

শ্রীমতী ইন্দিরা——

প্রাণাধিকাসু।

বাবলা।

আয়রে বাছা কোলে বসে চা' মোর মুখ পানে,
হাসি-খুসী প্রাণ খানি তোর প্রভাত ডেকে আনে।
আমায় দেখে আসিস্ ছুটে, আমায় বাসিস্ ভালো,
কোথা হ'তে পড়লি প্রাণে তুইরে উষার আলো!

দেখ্রে, প্রাণে, স্নেহের মত, শাদা শাদা জুঁই ফুটেছে।
দেখরে, আমার গানের সাথে ফুলের গন্ধ জড়িয়ে গেছে।
গেঁথেছিরে গানের মালা, ভোরের বেলা বনে এসে
মনে বড় সাধ হয়েছে পরাব তোর এলোকেশে!
গানের সাথে ফুলের সাথে মুখখানি মানাবে ভাল,
আয়রে তবে আয়রে মেয়ে দেখ্রে চেয়ে রাত পোহালো!
কচি মুখটি ঘিরে দেব ললিত রাগিণী দিয়ে,
বাপের কাছে মায়ের কাছে দেখিয়ে আস্বি ছুটে গিয়ে!

চাঁদনি রাতে বেড়াই ছাতে মুখ খানি তোর মনে পড়ে,
তোর কথাটাই কিলিবিলি মনের মধ্যে নড়ে চড়ে!

হাসি হাসি মুখখানি তোর ভেসে ভেসে বেড়ায় কাছে,
হাসি যেন এগিয়ে এল, মুখটি যেন পিছিয়ে আছে!
কচি প্রাণের আনন্দ তোর, ভাঙ্গা বুকে দে ছড়িয়ে,
ছোট ছুটি হাত দিয়ে তোর, গলাটি মোর ধর্ জড়িয়ে!
বিজন প্রাণের দ্বারে ব'সে করবিরে তুই ছেলেখেলা,
চুপ করে তাই বসে বসে দেখ্‌ব আমি সন্ধেবেলা।
কোথায় আছিস্‌, সাড়া দেরে, বুকের কাছে আয়রে তবে,
তোর মুখেতে গানগুলি মোর কেমন শোনায় শুনতে হবে।

আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি একটা বাব্‌লা গাছের মত,
বড় বড় কাঁটার ভয়ে তফাৎ থাকে লতা যত।
সকাল হলে মনের সুখে ডালে ডালে ডাকে পাখী,
(আমার) কাঁটা ডালে কেউ ডাকে না চুপ করে তাই দাঁড়িয়ে থাকি!
নেইবা লতা এল কাছে, নেইবা পাখী বসল শাখে,
যদি আমার বুকের কাছে বাব্‌লা ফুলটি ফুটে থাকে!
বাতাসেতে দুলে দুলে ছড়িয়ে দেয়রে মিষ্টি হাসি,
কাঁটা-জন্ম ভুলে গিয়ে তাই দেখে হরষে ভাসি!
দূর কর ছাই, ঝোঁকের মাথায় বলে ফেল্লেম কত কি যে?
কথা গুলো ঠেকচে যেন চোখের জলে ভিজে ভিজে!

রবি কাকা।

প্রভাত বিহঙ্গের গান।

(আহ্বান-সঙ্গীত)

ওরে তুই জগৎ ফুলের কীট !
জগৎ যে তোর শুকায়ে আসিল,
মাটিতে পড়িল খ'সে,
সারা দিন রাত গুমরি গুমরি
কেবলি আছিস্ ব'সে !
মড়কের কণা, নিজ হাতে তুই
রচিলি নিজের কারা,
আপনার জালে জড়ায়ে পড়িয়া
আপনি হইলি হারা !
অবশেষে কারে অভিশাপ দিস্
হাহুতাশ ক'রে সারা,
কোণে ব'সে শুধু ফেলিস্ নিশাস,
ঢালিস্ বিষের ধারা !

জগৎ যে তোর মুদিয়া আসিল,
ফুটিতে নারিল আর,

প্রভাত হইলে প্রাণের মাঝারে
ঝরে না শিশির ধার!
জড়িত কুঞ্চিত বলিত হৃদয়ে
পশে না রবির কর,
নয়নে তাহার আলোক সহেনা
জোছনা দেখিলে ডর।
কালো কীট ওরে, শুধু তোরে নিয়ে
মরণ পুষিছে প্রাণে,
অশ্রুকণা তোর জ্বলিতেছে তার
মরমের মাঝখানে,
ফেলিস্ নিশাস, মরুর বাতাস,
জ্বলিস্ জ্বালাস কত,
আপন জগতে আপনি আছিস্
একটি রোগের মত।
হৃদয়ের ভার বহিতে পারে না,
আছে মাথা নত কোরে,
ফুটিবেনা ফুল, ফলিবেনা ফল,
শুকায়ে পড়িবে ম'রে!
তুই শুধু সদা কাঁদিতে থাকিবি
মৃত জগতের মাঝে,

আঁধারের কোণে ঘুরিয়া বেড়াবি
কি জানি কিসের কাজে!
আঁধার লইয়া, হুতাশ লইয়া
আপনে আপনি মিশে,
জরজর হ'য়ে মরিয়া রহিবি
নিজের নিশাস বিষে!
বাহিরে গাহিবে মরণের গান
শুকান' পল্লব গুলি,
জগতের সাথে ভূতলে পড়িয়া
ধূলিতে হইবি ধূলি।

রোদন, রোদন, কেবলি রোদন,
কেবলি বিষাদ শ্বাস,
লুকায়ে, শুকায়ে, শরীর গুটায়ে
কেবলি কোটরে বাস!
মাথা অবনত, আঁখি জ্যোতিহীন,
শরীর পড়েছে নুয়ে,
জীর্ণ শীর্ণ তনু ধূলিতে মাখান
অলস পড়িয়া ভুঁয়ে!

নাই কোন কাজ,—মাঝে মাঝে চাস্
মলিন আপনা পানে,
আপনার স্নেহে কাতর বচন
কহিস্ আপন কানে!
দিবস রজনী মরীচিকা-সুরা
কেবলি করিস পান!
বাড়িতেছে তৃষা—বিকারের তৃষা
ছটফট করে প্রাণ!
দাও দাও ব'লে সকলি যে চাস্,
জঠর জ্বলিছে ভুখে!
মুঠি মুঠি ধূলা তুলিয়া লইয়া
কেবলি পূরিস্ মুখে!
নিজের নিশ্বাসে কুয়াশা ঘনায়ে
ঢেকেছে নিজের কায়া,
পথ আঁধারিয়া পড়েছে সমুখে
নিজের দেহের ছায়া!
ছায়ার মাঝারে দেখিতে না পাও,
শবদ শুনিলে ডর'—
বাহু পসারিয়া চলিতে চলিতে
নিজেরে আঁকড়ি ধর'!

মুখেতে রেখেছে আঁধার গুঁজিয়া,
নয়নে জ্বলিছে বিষ,
সাপের মতন কুটিল হাসিটি,
দশনে তাহার বিষ।
চারিদিকে শুধু ক্ষুধা ছড়াইছে,
যে দিকে পড়িছে দিঠ,
বিষেতে ভরিলি জগৎ, রে তুই
কীটের অধম কীট!

আজিকে বারেক ভ্রমরের মত
বাহির হইয়া আয়,
এমন প্রভাতে এমন কুসুম
কেনরে শুকায়ে যায়!
বাহিরে আসিয়া উপরে বসিয়া
কেবলি গাহিবি গান,
তবে সে কুসুম কহিবে কথা,
তবে সে খুলিবে প্রাণ।
অতি ধীরে ধীরে ফুটিবে দল,
বিকশিত হয়ে উঠিবে হাস,

অতি ধীরে ধীরে উঠিবে আকাশে
লঘু পাখা মেলি খেলিবে বাতাসে
হৃদয়-খুলানো, আপনা-ভুলানো,
পরাণ-মাতান' বাস!
পাগল হইয়া মাতাল হইয়া
কেবলি ধরিবি রহিয়া রহিয়া
গুন্ গুন্ গুন্ তান!
প্রভাতে গাহিবি, প্রদোষে গাহিবি,
নিশীথে গাহিবি গান!
দেখিয়া ফুলের নগন মাধুরী,
কাছে কাছে শুধু বেড়াইবি ঘুরি,
দিবা নিশি শুধু বেড়াইবি ঘুরি,
দিবানিশি শুধু গাহিবি গান!
থর থর করি কাঁপিবে পাখা
কোমল কুসুম রেণুতে মাখা,
আবেগের ভরে দুলিয়া দুলিয়া
থর থর করি কাঁপিবে প্রাণ!
কেবলি উড়িবি, কেবলি বসিবি
কভুবা মরম মাঝারে পশিবি,

আকুল-নয়নে কেবলি চাহিবি
কেবলি গাহিবি গান!
স্বরগ-স্বপন দেখিবি কেবল
করিবিরে মধু পান।
আকাশে হাসিবে তরুণ তপন,
কাননে ছুটিবে বায়,
চারিদিকে তোর প্রাণের লহরী
উথলি উথলি যায়।
বায়ুর হিল্লোলে ধরিবে পল্লব,
মর মর মৃদু তান,
চারিদিক হতে কিসের উল্লাসে
পাখীতে গাহিবে গান!
নদীতে উঠিবে শত শত ঢেউ,
গাবে তারা কল কল,
আকাশে আকাশে উথলিবে শুধু
হরষের কোলাহল!
কোথাও বা হাসি, কোথাও বা খেলা,
কোথাও বা সুখ গান,
মাঝে বসে তুই বিভোর হইয়া,
আকুল পরাণে নয়ান মুদিয়া

অচেতন সুখে চেতনা হারায়ে
    করিবিরে মধুপান।
দূর হতে কানে পশিবে গান,
দূর হতে কাছে আসিবে বাস,
দূর হতে বায়ু অলসে এলায়ে
কাছে আসি ধীরে ফেলিবে শ্বাস!
প্রভাত বাতাস প্রভাত তপন
চারিদিকে তোর গাঁথিবে স্বপন,
গভীর স্বপন-সাগরে ডুবিয়া
    করিবিরে মধুপান,
ভুলে যাবি ওরে আপনারে তুই
    ভুলে যাবি তোর গান।
মোহ লাগিবেরে নয়নেতে তোর,
যে দিকে চাহিবি হয়ে যাবি ভোর,
যাহারে হেরিবি, তাহারে হেরিয়া
    মজিয়া রহিবে প্রাণ!
ঘুমের ঘোরেতে গাহিবে পাখী
    এখনো যে পাখী জাগেনি,
মহান্ আকাশ ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া
    উঠিবে বিভাস রাগিণী!

স্বপন সমান পশিতেছে কানে
ভেদিয়া নিশীথ রাশি ;
উদাস জগত যেতে চায় সেথা
দেখিতে পেয়েছে পথ,
দিবস রজনী চলেছেরে তাই
পূরাইতে মনোরথ !
এ গান শুনিনি, এ আলো দেখিনি,
এ মধু করিনি পান,
এমন বাতাস পরাণ পূরিয়া
করেনিরে সুধা দান,
এমন প্রভাত-কিরন-মাঝারে
কখন করিনি স্নান,
বিফলে জগতে লভিনু জনম,
বিফলে কাটিল প্রাণ !
দেখ্‌রে সবাই চলেছে বাহিরে
সবাই চলিয়া যায়,
পথিকেরা সবে হাতে হাতে ধরি
শোন্‌রে কি গান গায় !
জগৎ ব্যাপিয়া, শোন্‌রে, সবাই
ডাকিতেছে, আয়, আয়,

জগত-অতীত আকাশ হইতে
বাজিয়া উঠিবে বাঁশি,
প্রাণের বাসনা আকুলা হইয়া
কোথায় যাইবে ভাসি!
উদাসিনী আশা গৃহ তেয়াগিয়া
অসীম পথের পথিক হইয়া
সুদূর হইতে সুদূরে উঠিয়া
আকুল হইয়া চায়,
জোছনা-বিভোর চকোরের গান,
ভেদিয়া ভেদিয়া সুদূর বিমান,
চাঁদের চরণে মরিতে গিয়া
মেঘেতে হারায়ে যায়!
মুদিত নয়ান, পরাণ বিভল
স্তবধ হইয়া শুনিবি কেবল,
জগতেরে সদা ডুবায়ে দিতেছে
জগত-অতীত গান;
তাই শুনি যেন জাগিতে চাহিছে
ঘুমেতে মগন প্রাণ!
জগত-বাহিরে যমুনা-পুলিনে
কে যেন বাজায় বাঁশি,

কেহবা আগেতে কেহবা পিছায়ে,
কেহ ডাক শুনে ধায়।
অসীম আকাশে, স্বাধীন পরাণে
প্রাণের আবেগে ছোটে,
এ শোভা দেখিলে জড়ের শরীরে
পরাণ নাচিয়া ওঠে!
তুই শুধু ওরে ভিতরে বসিয়া
গুমরি মরিতে চাস!
তুই শুধু ওরে করিস রোদন
ফেলিস দুখের শ্বাস!
ভূমিতে পড়িয়া, আঁধারে বসিয়া
আপনা লইয়া রত,
আপনারে সদা কোলেতে তুলিয়া
সোহাগ করিস কত!
আর কত দিন কাটিবে এমন
সময় যে চলে যায়।
ওই শোন্ ওই ডাকিছে সবাই
বাহির হইয়া আয়!

প্রভাত-সঙ্গীত।

নির্ঝরের স্বপ্ন ভঙ্গ।

আজি এ প্রভাতে প্রভাত-বিহগ
কি গান গাইল রে!
অতি দূর—দূর আকাশ হইতে
ভাসিয়া আইল রে!
না জানি কেমনে পশিল হেথায়
পথহারা তার একটি তান,
আঁধার গুহায় ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
গভীর গুহায় নামিয়া নামিয়া,
আকুল হইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
ছুঁয়েছে আমার প্রাণ।
আজি এ প্রভাতে সহসা কেনরে
পথহারা রবি-কর
আলয় না পেয়ে পড়েছে আসিয়ে
আমার প্রাণের পর।

বহুদিন পরে একটি কিরণ
গুহায় দিয়েছে দেখা,
প'ড়েছে আমার আঁধার সলিলে
একটি কনক রেখা!
প্রাণের আবেগ রাখিতে নারি,
থর থর করি কাঁপিছে বারি,
টলমল জল করে থল থল,
কল কল করি ধরেছে তান।
আজি এ প্রভাতে কি জানি কেনরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!
জাগিয়া, দেখিনু চারিদিকে মোর
পাষাণে রচিত কারাগার ঘোর,
বুকের উপরে আঁধার বসিয়া
করিছে নিজের ধ্যান।
না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ!

জাগিয়া দেখিনু আমি আঁধারে রয়েছি আঁধা,
আপনারি মাঝে আমি আপনি র'য়েছি বাঁধা!
র'য়েছি মগন হয়ে আপনারি কলস্বরে,

ফিরে আসে প্রতিধ্বনি নিজেরি শ্রবণ পরে ।
গভীর—গভীর গুহা, গভীর আঁধার ঘোর,
গভীর ঘুমন্ত প্রাণ
একেলা গাহিছে গান,
মিশিছে স্বপন-গীতি বিজন হৃদয়ে মোর !
দূর—দূর—দূর হ'তে ভেদিয়া আঁধার কারা,
মাঝে মাঝে দেখা দেয় একটি সন্ধ্যার তারা !
ঘুমায়ে দেখিরে যেন স্বপনের মোহ মায়া,
প'ড়েছে প্রাণের মাঝে একটি হাসির ছায়া !
তারি মুখ দেখে দেখে,
আঁধার হাসিতে শেখে,
তারি মুখ চেয়ে চেয়ে করে নিশি অবসান ;
শিহরি উঠেরে বারি, দোলেরে-দোলেরে প্রাণ,
প্রাণের মাঝারে ভাসি,
দোলেরে—দোলেরে হাসি,
দোলেরে প্রাণের পরে আশার স্বপন মম,
দোলেরে তারার ছায়া সুখের আভাস সম !
প্রণয়-প্রতিমা যবে স্বপনে দেখেরে কবি,
অধীর সুখের ভরে
কাঁপে বুক থর থরে,

কম্পমান বক্ষ পরে দোলে সে মোহিনী ছবি ;
দুখীর আঁধার প্রাণে সুখের সংশয় যথা,
দুলিয়া দুলিয়া সদা মৃদু মৃদু কহে কথা !
মৃদু ভয়, কভু মৃদু আশ,
মৃদু হাসি, কভু মৃদু শ্বাস ;
বহুদিন পরে শোনা বিস্মৃত গানের তান,
দোলেরে প্রাণের মাঝে, দোলেরে আকুল প্রাণ,
আধ' আধ' জাগিছে স্মরণে,
পড়ে পড়ে, নাহি পড়ে মনে !
তেমনি তেমনি দোলে,
তারাটি আমার কোলে,
করতালি দিয়ে বারি কল কল গান গায়,
দোলায়ে দোলায়ে যেন ঘুম পাড়াইতে চায় !

মাঝে মাঝে এক দিন, আকাশেতে নাই আলো,
পড়িয়া মেঘের ছায়া কালো জল হয় কালো।
আঁধার সলিল পরে
ঝর ঝর বারি ঝরে,
ঝর ঝর ঝর ঝর, দিবানিশি অবিরল,
বরষার দুখ কথা, বরষার আঁখি জল।

শুয়ে শুয়ে আন মনে দিবানিশি তাই শুনি,
একটি একটি ক'রে দিবানিশি তাই গুণি,
তারি সাথে মিলাইয়ে কল কল গান গাই,
ঝর ঝর কল কল দিন নাই, রাত নাই!
ঝর ঝর কল কল গানেতে মিশিল গান,
তালে তালে তানে তানে প্রাণেতে মিশিল প্রাণ;
বরষা গুহায় পশি, স্বপন আসনে বসি,
কহিল আমার কাছে আমারি প্রাণের কথা;
বসিয়া হৃদয় মাঝে অশ্রুআঁখি কবি যথা
নিজের গানেতে গাহে পরের প্রাণের ব্যথা।

এমনি নিজেরে ল'য়ে রয়েছি নিজের কাছে,
আঁধার সলিল পরে আঁধার জাগিয়া আছে!
এমনি নিজের কাছে খুলেছি নিজের প্রাণ,
এমনি পরের কাছে শুনেছি নিজের গান।

আজি এ প্রভাতে রবির কর
কেমনে পশিল প্রাণের পর,
কেমনে পশিল গুহার আঁধারে
প্রভাত পাখীর গান!

না জানি কেনরে এত দিন পরে
জাগিয়া উঠিল প্রাণ!
জাগিয়া উঠেছে প্রাণ,
(ওরে) উথলি উঠেছে বারি,
(ওরে) প্রাণের বাসনা প্রাণের আবেগ,
রুধিয়া রাখিতে নারি!
থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি উঠিছে দারুণ রোষে!
হেথায় হোথায় পাগলের প্রায়
ঘুরিয়া ঘুরিয়া মাতিয়া বেড়ায়,
বাহিরিতে চায়, দেখিতে না পায়
কোথায় কারার দ্বার!
প্রভাতেরে যেন লইতে কাড়িয়া,
আকাশেরে যেন ফেলিতে ছিঁড়িয়া
উঠে শূন্য পানে——পড়ে আছাড়িয়া
করে শেষে হাহাকার!
প্রাণের উল্লাসে ছুটিতে চায়,
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,

আলিঙ্গন তরে ঊর্দ্ধে বাহু তুলি
আকাশের পানে উঠিতে চায়।
প্রভাত-কিরণে পাগল হইয়া
জগত মাঝারে লুটিতে চায়!
কেনরে বিধাতা পাষাণ হেন,
চারি দিকে তার বাঁধন কেন?
ভাঙ্‌রে হৃদয় ভাঙ্‌রে বাঁধন,
সাধ্‌রে আজিকে প্রাণের সাধন,
লহরীর পরে লহরী তুলিয়া
আঘাতের পরে আঘাত কর্;
মাতিয়া যখন উঠেছে পরাণ,
কিসের আঁধার, কিসের পাষাণ,
উথলি যখন উঠেছে বাসনা,
জগতে তখন কিসের ডর।
এমনি আবেগে উঠিবি উথলি
আকাশ যেনরে ছুঁইতে পাই,
ওই মেঘে মেঘে করে কানাকানি
ঊষা-কুমারীর রাঙ্গা মুখখানি
ওই দূর হতে পাইরে দেখিতে
ওই মুখখানি চুমিতে চাই।

সহসা আজি এ জগতের মুখ
  নূতন করিয়া দেখিনু কেন ?
একটি পাখীর আধখানি তান
  জগতের গান গাহিল যেন।
জগত দেখিতে হইব বাহির,
  আজিকে করেছি মনে,
দেখিবনা আর নিজেরি স্বপন
  বসিয়া গুহার কোণে।
আমি—ঢালিব করুণা-ধারা।
আমি—ভাঙ্গিব পাষাণ-কারা,
আমি—জগৎ প্লাবিয়া বেড়াব গাহিয়া
  আকুল পাগল পারা।
কেশ এলাইয়া, ফুল কুড়াইয়া,
রামধনু-আঁকা পাখা উড়াইয়া,
রবির কিরণে হাসি ছড়াইয়া,
  দিবরে পরাণ ঢালি।
শিখর হইতে শিখরে ছুটিব,
ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
হেসে খল খল, গেয়ে কল কল,
  তালে তালে দিব তালি।

তটিনী হইয়া যাইব বহিয়া—
যাইব বহিয়া—যাইব বহিয়া—
হৃদয়ের কথা কহিয়া কহিয়া,
গাহিয়া গাহিয়া গান,
যত দেব' প্রাণ   ব'হে যাবে প্রাণ,
ফুরাবে না আর প্রাণ!
এত কথা আছে,   এত গান আছে,
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে,   এত সাধ আছে,
প্রাণ হয়ে আছে ভোর!

রবি শশি ভাঙ্গি গাঁথিব হার,
আকাশ আঁকিয়া পরিব বাস।
সাঁঝের আকাশে করে গলাগলি,
অলস কনক জলদ রাশ,
অভিভূত হয়ে কনক-কিরণে
রাখিতে পারেনা দেহের ভার।
যেনরে বিবশা হয়েছে গোধূলি
পূরবে আঁধার বেণী পড়ে খুলি,

পশ্চিমেতে পড়ে খসিয়া খসিয়া
সোনার আঁচল তার।
মনে হবে যেন সোনা মেঘ গুলি
খসিয়া পড়েছে আমারি জলে,
সুদূরে আমারি চরণ-তলে।
আকুলি বিকুলি শত বাহু তুলি
যতই তাহারে ধরিতে যাব,
কিছুতেই তারে কাছে না পাব!
আকাশের তারা অবাক হবে,
সারাটি রজনী চাহিয়া র'বে
জলের তারার পানে।
না পাবে ভাবিয়া এল কোথা হতে,
নিজের ছায়ারে চাবে চুমু খেতে
হেরিবে স্নেহের প্রাণে!
শ্যামল আমার দুইটি কূল,
মাঝে মাঝে তাহে ফুটিবে ফুল।
খেলাছলে কাছে আসিয়া লহরী
চকিতে চুমিয়া পলায়ে যাবে,
শরম-বিভলা কুসুম-রমণী
ফিরাবে আনন শিহরি অমনি,

আবেশেতে শেষে অবশ হইয়া
খসিয়া পড়িয়া যাবে।
ভেসে গিয়ে শেষে কাঁদিবে সে হায়,
কিনারা কোথায় পাবে!
মেঘ গরজনে বরষা আসিবে,
মদির-নয়নে বসন্ত হাসিবে,
বিশদ-বসনে শিশির-মালা
আসিবে সুধীরে শরত বালা।
কূলে কূলে মোর উছলি জল,
কুলু কুলু ধোবে চরণ তল।
কূলে কূলে মোর ফুটিবে হাসি,
বিকশিত কাশ-কুসুম-রাশি।
বিমল-গগনা, বিভোর নগনা,
পূরণিমা নিশি জোছনা-মগনা;
ঘুম-ঘোরে কভু গাহিবে কোকিল,
দূরে দূরে কভু বাজিবে বাঁশি।
দূর হতে আসে ফুলের বাস,
মুরছিয়া পড়ে মলয় বায়!
ডুরু ডুরু মোর ডুলিছে হিয়া
শিহরিয়া মোর উঠিছে কায়।

এত সুখ কোথা, এত রূপ কোথা,
এত খেলা কোথা আছে,
যৌবনের বেগে বহিয়া যাইব
কে জানে কাহার কাছে !
(ওরে) অগাধ বাসনা, অসীম আশা,
জগৎ দেখিতে চাই !
জাগিয়াছে সাধ—চরাচর ময়
প্লাবিয়া বহিয়া যাই !
যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি,
তবে আর কিবা চাই,
পরাণের সাধ তাই !
কি জানি কি হল আজি, জাগিয়া উঠিল প্রাণ,
দূর হতে শুনি যেন মহাসাগরের গান।
সেই সাগরের পানে হৃদয় ছুটিতে চায়,
তারি পদপ্রান্তে গিয়ে জীবন টুটিতে চায় !
অহো কি মহান সুখ অনন্তে হইতে হারা,
মিশাতে অনন্ত প্রাণে, অনন্ত প্রাণের ধারা।
ডাকে যেন—ডাকে যেন—সিন্ধু মোরে ডাকে যেন।

আজি চারিদিকে মোর কেন কারাগার হেন।
পৃথিবীরে বুকে লয়ে সমুদ্র একেলা বসি
অসীম প্রাণের কথা কহিতেছে দিবানিশি,
আপনি জানেনা যেন,
আপনি বুঝেনা যেন,
মহাসিন্ধু ধ্যানে বসি, আপনি উঠিছে বাণী!
কেহ শুনিবার নাই—নাই কোথা জনপ্রাণী।
কেবল আকাশ একা দাঁড়ায়ে রয়েছে তথা,
নীরব শিষ্যের মত শুনিছে মহান্ কথা!
কি কথারে—কি কথা সে—শুনিতে ব্যাকুল প্রাণ,
একেলা কবির মত গাহিছে কিসের গান!
শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, দিন নাই রাত্রি নাই,
সঙ্গী নাই, জনপ্রাণী নাই,
একাকী চরণ প্রান্তে বসিয়া শুনিব তাই।
আসিবে গভীর রাত্রি আঁধারে জগত ঢাকি
দিশাহারা অন্ধকারে মুদিয়া রহিব আঁখি।
স্তব্ধতার প্রাণ উঘাটিয়া,
ভেদি সেই অন্ধকার ঘোর,
কেবলি সে একতান
সমুদ্রের বেদগান

সারারাত্রি অবিশ্রাম পশিবে শ্রবণে মোর !
ওই যে হৃদয় মোর আহ্বান শুনিতে পায়,
"কে আসিবি, কে আসিবি, কে তোরা আসিবি আয় !
পাষাণ বাঁধন টুটি, ভিজায়ে কঠিন ধরা,
বনেরে শ্যামল করি, ফুলেরে ফুটায়ে ত্বরা,
সারাপ্রাণ ঢালি দিয়া,
জুড়ায়ে জগৎ-হিয়া,
আমার প্রাণের মাঝে কে আসিবি আয় তোরা !"
আমি যাব'—আমি যাব'—কোথায় সে, কোন্ দেশ—
জগতে ঢালিব প্রাণ,
গাহিব করুণা গান;
উদ্বেগ- অধীর হিয়া
সুদূর সমুদ্রে গিয়া
সে প্রাণ মিশাব, আর সে গান করিব শেষ ।
ওরে চারিদিকে মোর,
এ কি কারাগার ঘোর ।
ভাঙ্, ভাঙ্, ভাঙ্ কারা, আঘাতে আঘাত কর ।
(ওরে আজ) কি গান গেয়েছে পাখী,
এয়েছে রবির কর !

অভিমানিনী নির্ঝরিণী।

মহান জলধি জলে,
প্রাণ ঢেলে দিব ব'লে
সুদূর পর্ব্বত হোতে আসিনু বহিয়া,
পূরাতে প্রেমের সাধ,
না গণিয়া পরমাদ
কত বাধা, কত বিঘ্ন—দাপটে ঠেলিয়া
এই ত সাগর জলে মিশিনু আসিয়া!—
কিন্তু—কিন্তু তবে কেন,
আশাতে নিরাশা হেন,
কিছুই আশার মত হ'ল না ত হায়,—
যাহার আশ্রয় পেলে,
থাকিব রে হেসে খেলে
কই রে?—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!
সুগম্ভীর গরজনে,
বহে সে আপন মনে
বহে সে দিগন্ত ভেদি কে জানে কোথায়,
কই রে! সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায়!

আপনে আপনা ভুলে,
প্রমত্ত তরঙ্গ ভুলে
বায়ু সনে কত খেলা আপনি খেলায়,
কখন প্রশান্ত মতি,
কভু বা উৎসাহে অতি
আবেশে ঢলিয়া পড়ে বিবশা বেলায় ;
কই রে !—সে করে না ত ভ্রূক্ষেপ আমায় !

একধারে পোড়ে থাকি,
নিজ মান নিজে রাখি
তাহারি উল্লাসে যেন আমারো উল্লাস,
সরোষ নির্ঘোষে তার,
আমারো দু পারাপার
ঢেকে ফেলি, ভেঙ্গে ফেলি তুলিয়ে উচ্ছ্বাস।
রাখিতে তাহার মন,
প্রতিক্ষণে সযতন,
হাসে, হাসি, কাঁদে কাঁদি—মন রেখে যাই,
মরমে মরম ঢাকি,
তাহারি সম্মান রাখি,
নিজের নিজত্ব ভুলে তারেই ধেয়াই,

কিন্তু সে ত আমা পানে ফিরেও না চায়!
নিতান্ত যাহারি লাগি,
হইলাম সর্ব্বত্যাগী
সে ত রে আমার পানে ফিরেও না চায়,
ভীম দর্পে করেও না ভ্রুক্ষেপ আমায়।

পর্ব্বতে মায়ের কোলে
ছিনু যবে শিশুকালে
কে জানিত ভাগ্যে ছিল হেন অভিশাপ,
হ'ল সার অশ্রু ঢালা,
নিরাশ মরম জ্বালা,
দিবানিশি কুলু কুলু আকুল বিলাপ!
যখন ঝটিকা উঠে
গ্রাম পল্লী যায় লুটে
ছিন্ন ভিন্ন নতিচ্ছন্ন কোরে ফেলে মোরে,
বিসর্জ্জি অযুত ধারা
মত্ত পাগলিনী পারা
ঝাঁপিয়া সাগরে পড়ি আশ্রয়ের তরে,
আশ্রয় কে দিবে আর?
প্রেমোন্মত্ত পারাবার

দুরন্ত ঝটিকা সনে নিজে মেতে রয়,
নিজের গাম্ভীর্য্য ভুলি
সফেন তরঙ্গ তুলি
আলিঙ্গন আশে, পেতে দেয় রে হৃদয়।
চপলা কটাক্ষ-বাণে
প্রতি-কটাক্ষটী হানে,
ঝটিকা-উচ্ছ্বাস সনে মেশায় উচ্ছ্বাস।
আহ্লাদের গরজনে,
কাঁপে দিগঙ্গনাগণে
ওঠে পড়ে ঘন ঘন মর্ম্মভেদী শ্বাস।
আমি সে ঝঞ্ঝার তোড়ে,
কোথা যে রয়েছি পোড়ে
কোথা যে প্রাণের প্রাণ মিশালো আমার,
সে দিকে কি ভ্রূক্ষেপও আছে গো তাঁহার?

তবে কি মায়ের কোলে
উজানে যাইব চ'লে
সুখ-সাধ সুখ আশা করি বিসর্জ্জন?
সহিতে পারি না আর
প্রণয়েতে অত্যাচার

মরমে ঢাকে না আর জ্বলন্ত যাতন।
কি হবে আমার আর
নক্ষত্র-গ্রথিত হার,
চম্পক চামেলী বেলা অলকা ভূষণ!
আঃ ছিঃ ছিঃ ছিঃ লজ্জা করে
তরল তরঙ্গভরে
নেচে নেচে ব'হে যেতে সাগর সঙ্গম!

নিতান্ত শৈশব কালে
যখন মায়ের কোলে
লুকায়ে ছিলাম সেই নিভৃত নিলয়ে,
নিজ ভাবে ভাসিতাম,
নিজ সুখে হাসিতাম
নিজ মনে গাহিতাম উদার হৃদয়ে;
দারুণ ঝটিকা হোলে,
লুকায়ে মায়ের কোলে
উঁকি মেরে দেখিতাম ভীষণ ব্যাপার,
মেঘের গর্জ্জন সনে,
গাহিতাম নিজ মনে
কুলু কলু কলরবে দিতাম ঝঙ্কার;

কড়্ কড়্ বজ্র শব্দ
শুনিয়ে হতেম স্তব্ধ,
চপলা চমকে পুনঃ আসিতাম সোরে,
জড়ায়ে মায়ের বুক,
পাইতাম কি যে সুখ
কি যে সে নিশ্চিন্ত ভাব কে বলিতে পারে!
পূর্ণিমা-জোছানা রেতে
থাকিতাম হৃদি পেতে
আটকি রাখিতে যেন ম্লান শশধরে;
নীহারে নীহারময়
গিরি শৃঙ্গ সমুদয়
সেই সে নীহার মাঝে রাখিতাম ধোরে
পূর্ণিমার রজনীর ম্লান শশধরে।
পাখীতে গাহিত গান
শুনিয়ে জুড়াত প্রাণ,
শৈশব-হিল্লোলে হৃদি দিতাম খুলিয়ে,
বরষার বারি পেলে
পরাণ দিতাম ঢেলে,
কি যে আমি, কোথা আমি যেতাম ভুলিয়ে,

National Library,
Calcutta-27.
B
891.441
T 479 fr.
2926 dt. 18.8.
Rs 10/-

সে দিন কোথায় আর,
অন্ধকার—অন্ধকার,
ঘেরিয়াছে চারিধার জমাট আঁধারে,
শৈশব স্বপন গুলি,
সব যেন গেছি ভুলি,
ঢলিয়ে পোড়েছি প্রেমে প্রেম-পারাবারে,
উজানে বহিতে তাই
তিল মাত্র শক্তি নাই,
যাহাতে মিশেছি এসে মিশিব তাহায়!
সঁপিয়াছি প্রাণ মন,
সঁপিয়াই প্রাণ মন
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
দেখিব বিকায়ে হিয়ে
পরাণ সর্ব্বস্ব দিয়ে
গম্ভীর সাগর প্রেম পাওয়া কি না যায়!
দেখিব এ দগ্ধ হৃদি নাহি কি জুড়ায়!
না জুড়াক মন প্রাণ,
নাই পাই প্রতিদান,
জ্বলন্ত যাতনে হৃদি হোক দগ্ধ প্রায়,

তবুও উজানে ফিরে
যেতে সাধ হয় কি রে।
প্রাণ মন বিসর্জ্জিয়ে রহিব হেথায়,
যাহাতে মিশেছি প্রেমে মিশিব তাহায়।

প্রভাত-উৎসব।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগত আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত
মানুষ শত শত,
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি॥
এসেছে সখা-সখী,
বসিয়া চোখোচোখী,
দাঁড়ায়ে মুখোমুখী হাসিছে শিশু গুলি।
এসেছে ভাই বোন্,
পুলকে-ভরা মন,
ডাকিছে "ভাই ভাই" আঁখিতে আঁখি তুলি।
সখারা এল ছুটে,
নয়নে তারা ফুটে,
পরাণে কথা উঠে, বচন গেল ভুলি।
সখীরা হাতে হাতে
ভ্রমিছে সাথে সাথে
দোলায় চড়ি তারা করিছে দোলাদুলি।

শিশুরে লয়ে কোলে
জননী এল চোলে,
বুকেতে চেপে ধরে বলিছে "ঘুমো ঘুমো।"
আনত দুনয়ানে
চাহিয়া মুখ পানে
বাছার চাঁদ মুখে খেতেছে শত চুমো।
পুলকে পুরে প্রাণ শিহরে কলেবর,
প্রেমের ডাক শুনি এসেছে চরাচর।
এসেছে রবি শশি এসেছে কোটি তারা
ঘুমের শিয়রেতে জাগিয়া থাকে যারা।
পরাণ পূরে গেল, হরষে হল্ল ভোর,
জগতে কেহ নাই সবাই প্রাণে মোর।

প্রভাত হল যেই কি জানি হল এ কি!
আকাশ পানে চাই কি জানি কারে দেখি,
প্রভাত বায়ু বহে
কি জানি কি যে কহে,
মরম মাঝে মোর কি জানি কি যে হয়।
এস হে এস কাছে
সখাহে এস কাছে—

এসহে ভাই এস, বস হে প্রাণ-ময়!
পূরব মেঘ-মুখে পড়েছে রবি-রেখা!
অরুণ-রথ চূড়া আধেক যায় দেখা!
তরুণ আলো দেখে পাখীর কলরব,
মধুর আহা কিবা মধুর মধু সব!
মধুর মধু আলো মধুর মধু বায়,
মধুর মধু গানে তটিনী বহে যায়;
যেদিকে আঁখি চায় সেদিকে চেয়ে থাকে,
যাহারি দেখা পায় তারেই কাছে ডাকে,
নয়ন ডুবে যায় শিশির-আঁখি-ধারে,
হৃদয় ডুবে যায় হরষ-পারাবারে

আয়রে আয় বায়ু যা'রে যা প্রাণ নিয়ে,
জগত মাঝারেতে দে রে তা প্রসারিয়ে।
ভ্রমিবি বনে বনে যাইবি দিশে দিশে,
সাগর পারে গিয়ে পূরবে যাবি মিশে;
লইবি পথ হতে পাখীর কলতান,
যুঁথীর মৃদু শ্বাস
মালতী মৃদু বাস,
অমনি তারি সাথে যা রে যা নিয়ে প্রাণ।

পাখীর গীত ধার
ফুলের বাস ভার
ছড়াবি পথে পথে হরষে হয়ে ভোর,
অমনি তারি সাথে ছড়াবি প্রাণ মোর।
ধরারে ঘিরি ঘিরি কেবলি যাবি ব'য়ে ;
ধরার চারিদিকে প্রাণেরে ছড়াইয়ে।

পেয়েছি এত প্রাণ
যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।
আয় রে মেঘ, আয়
বারেক নেমে আয়,
কোমল কোলে তুলে আমারে নিয়ে যারে।
কনক পাল তুলে
বাতাসে দুলে দুলে
ভাসিতে গেছে সাধ আকাশ পারাবারে।

আকাশ, এস এস, ডাকিছ বুঝি ভাই,
গেছি ত তোরি বুকে আমি ত হেথা নাই।

প্রভাত-আলো সাথে ছড়ায় প্রাণ মোর,
আমার প্রাণ দিয়ে ভরিব প্রাণ তোর।

ওঠ হে ওঠ রবি, আমারে তুলে লও,
অরুণ-তরী তব পূরবে ছেড়ে দাও।
আকাশ-পারাবার বুঝি হে পার হবে—
আমারে লও তবে—আমারে লও তবে!

জগত আসে প্রাণে, জগতে যায় প্রাণ,
জগতে প্রাণে মিলি গাহিছে একি গান।
কে তুমি মহাজ্ঞানী, কে তুমি মহারাজ,
গরবে হেলা করি হেসোনা তুমি আজ।
বারেক চেয়ে দেখ আমার মুখ পানে,
উঠেছে মাথা মোর মেঘের মাঝ খানে।
আপনি আসি ঊষা শিয়রে বসি ধীরে,
অরুণ কর দিয়ে মুকুট দেন শিরে,
নিজের গলা হতে কিরণ মালা খুলি
দিতেছে রবি-দেব আমার গলে তুলি।
ধূলির ধূলি আমি রয়েছি ধূলি পরে,
জেনেছি ভাই ব'লে জগত চরাচরে।

অনন্ত জীবন।

অধিক করি না আশা, কিসের বিষাদ,
জনমেছি দুদিনের তরে,
যাহা মনে আসে তাই আপনার মনে
গান গাই আনন্দের ভরে।
এ আমার গান গুলি দুদণ্ডের গান,
রবে না রবে না চির দিন,
পূরব-আকাশ হতে উঠিবে উচ্ছ্বাস
পশ্চিমেতে হইবে বিলীন।

তা' বোলে নয়নে কেন ওঠে অশ্রু জল—
কেন তোর দুখের নিশ্বাস,
গীত গান বন্ধ করে রয়েছিস্ বসে
কেন ওরে হৃদয় হতাশ?
আনন্দের প্রাণ তোর, আনন্দের গান,
সাঙ্গ তাহা করিস্‌নে আজ—
যখন যা মনে হবে উঠিবি গাহিয়া
এই শুধু—এই তোর কাজ।

একবার ভেবে দেখ্—ভেবে দেখ্ মন,
পৃথিবীতে পাখী কেন গায় ;
জাগিয়া দেখে সে চেয়ে প্রভাত কিরণ
আকাশেতে উথলিয়া যায় ;
অমনি নয়নে ফোটে আনন্দের আলো,
কণ্ঠ তুলি মনের উচ্ছ্বাসে
সঙ্গীত নির্ঝর স্রোতে ঢেলে দেয় প্রাণ—
ঢেলে দেয় অনন্ত আকাশে।
কনক মেঘেতে যেন খেলাবার তরে
গান গুলি ছুটে বাহু তুলি,
প্রিয়তমা পাশে বসি,—বুকের কাছেতে
ঘেঁসে আসে ছোট ছানা গুলি।
কাল গান ফুরাইবে, তা'বলে গাবে না কেন,
আজ যবে হয়েছে প্রভাত।
আজ যবে জ্বলিছে শিশির,
আজ যবে কুসুম কাননে
বহিয়াছে বিমল সমীর।
আজ যবে ফুটেছে কুসুম,
নলিনীর ভাঙ্গিয়াছে ঘুম,

পল্লবের শ্যামল-হিল্লোল,
তটিনীতে উঠেছে কল্লোল,
নয়নেতে মোহ লাগিয়াছে,
পরাণেতে প্রেম জাগিয়াছে!

তোরা ফুল, তোরা পাখী, তোরা খোলা প্রাণ,
জগতের আনন্দ যে তোরা,
জগতের বিষাদ-পাসরা।
পৃথিবীতে উঠিয়াছে আনন্দ-লহরী
তোরা তার একেকটি ঢেউ,
কখন্ উঠিলি আর কখন মিলালি
জানিতেও পারিল না কেউ!
কত শত উঠিতেছে, যেতেছে টুটিয়া
কে বল' রাখিবে তাহা মনে;
তা ব'লে কি সাধ যায় লুকাইতে প্রাণ
সূর্য্যহীন আঁধার মরণে?
যা হবে, তা হবে মোর, কিসের ভাবনা।
রাখি শুধু মুহূর্ত্তের আশ,
আনন্দ সাগরে সেই হইয়া একটি ঢেউ
মুহূর্ত্তেই পাইব বিনাশ।

প্রতিদিন কত শত ফুটে ওঠে ফুল,
প্রতি দিন ঝ'রে প'ড়ে যায়,
ফুল-বাস মুহূর্ত্তে ফুরায়!
প্রতি দিন কত শত পাখী গান গায়,
গান তার শূন্যেতে মিশায়!
ভেসে যায় শত ফুল, ভেসে যায় বাস,
ভেসে যায় শত শত গান—
তারি সাথে, তারি মাঝে দেহ এলাইয়া
ভেসে যাবি তুই মোর প্রাণ।
তুই ফুরাইয়া গেলে গান ফুরাইবে,
কত সহে সঙ্গীতের প্রাণে।
আবার নূতন কবি এই উপবনে,
আসিয়া বসিবে এই খানে।
তোরি মত রহিবে সে পূরবে চাহিয়া,
দেখিবে সে উষার বিকাশ,
অমনি আপনা হতে হৃদয় উথলি
উঠিবেক গানের উচ্ছ্বাস!
তুই যাবি, সেও যাবে, একেকটি পাখী,
একেকটি সঙ্গীতের কণা,

তা’ বলিয়া—যত দিন রবি শশি আছে
জগতের গান ফুরাবে না!
তবে আর কিসের ভাবনা!
গা রে গান প্রভাত-কিরণে!
যারা তোর প্রাণসখা, যারা তোর প্রিয়তম
ওই তারা কাছে বোসে শোনে!

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না!
নদীস্রোতে কোটি কোটি মৃত্তিকার কণা,
ভেসে আসে, সাগরে মিশায়,
জান না কোথায় তারা যায়!
একেকটি কণা লয়ে গোপনে সাগর
রচিছে বিশাল মহাদেশ,
না জানি কবে তা হবে শেষ!
মুহূর্ত্তেই ভেসে যায় আমাদের গান,
জান না ত কোথায় তা যায়!
আকাশের সাগর সীমায়!
আকাশ-সমুদ্র-তলে গোপনে গোপনে
গীত রাজ্য হতেছে সৃজন!

যত গান উঠিতেছে ধরার আকাশে
সেইখানে করিছে গমন !
আকাশ পূরিয়া যাবে শেষ,
উঠিবে গানের মহাদেশ !
করিব গানের মাঝে বাস,
লইব রে গানের নিশ্বাস,
ঘুমাইব গানের মাঝারে,
বহে যাবে গানের বাতাস !

নাই তোর নাইরে ভাবনা,
এ জগতে কিছুই মরে না !
প্রাণপণে ভালবাসা ক'রে সমর্পণ
ফিরে তাহা পেলিনে না হয়—
বৃথা নহে নিরাশ-প্রণয় !
নিমেষের মোহে জন্মে যে প্রেম উচ্ছ্বাস
নিমেষেই করে পলায়ন,
সেও কভু জানে না মরণ !
জগতের তলে তলে তিলে তিলে পলে পলে
প্রেমরাজ্য হতেছে সৃজন,
সেথায় সে করিছে গমন !

কাল দেখেছিনু পথে হরষে খেলিতেছিল
        দুটি ভাই গলাগলি করি ;
দেখেছিনু জানালায় নীরবে দাঁড়ায়েছিল
        দুটি সখা হাতে হাতে ধরি,—
দেখেছিনু কচি মেয়ে মায়ের বাহুতে শুয়ে
        ঘুমায়ে করিছে স্তন পান,
ঘুমন্ত মুখের পরে বরষিছে স্নেহ-ধারা
        স্নেহমাখা নত দুনয়ান ;
দেখেছিনু রাজ পথে চলেছে বালক এক
        বৃদ্ধ জনকের হাত ধরি—
কত কি যে দেখেছিনু হয়ত সে সব ছবি
        আজ আমি গিয়েছি পাসরি !
        তা' বলে নাহি কি তাহা মনে ?
        ছবি গুলি মেশেনি জীবনে ?
~~মৃত্তিকার কণা~~ তা'রা স্মরণের তলে পশি
        রচিতেছে জীবন আমার—
কোথা যে কে মিশাইল, কেবা গেল কার পাশে
        চিনিতে পারিনে তাহা আর।
হয়ত অনেক দিন, দেখেছিনু ছবি এক
        দুটি প্রাণী বাহুর বাঁধনে—

তাই আজ ছুটাছুটি এসেছি প্রভাতে উঠি
সখারে বাঁধিতে আলিঙ্গনে।
হয়ত অনেক দিন শুনেছিনু পাখী এক
আনন্দে গাহিছে প্রাণ খুলি,
সহসা রে তাই আজ প্রভাতের মুখ দেখি
প্রাণ মন উঠিছে উথুলি।
সকলি মিশিছে আসি হেথা,
জীবনে কিছু না যায় ফেলা,
এই যে যা'-কিছু চেয়ে দেখি
এ নহে কেবলি ছেলে খেলা।

এই জগতের মাঝে একটি সাগর আছে
নিস্তব্ধ তাহার জল রাশি,
চারিদিক হতে সেথা অবিরাম অবিশ্রাম
জীবনের স্রোত মিশে আসি।
সূর্য্য হতে ঝরে ধারা, চন্দ্র হতে ঝরে ধারা
কোটি কোটি তারা হতে ঝরে,
জগতের যত হাসি, যত গান, যত প্রাণ
ভেসে আসে সেই স্রোতোভরে!
মেশে আসি সেই সিন্ধু পরে!

পৃথ্বি হতে মহাস্রোত ছুটিতেছে অবিরাম
সেই মহা-সাগর উদ্দেশে ;
আমরা মাটির কণা জলস্রোতে ঘোলা করি
অবিশ্রাম চলিয়াছি ভেসে,
সাগরে পড়িব অবশেষে !
জগতের মাঝখানে, সেই সাগরের তলে
রচিত হতেছে পলে পলে,
অনন্ত-জীবন মহাদেশ ;
কে জানে হবে কি তাহা শেষ ?

তাই বলি প্রাণ ওরে—মরণের ভয় কোরে
কেনরে আছিস্ ম্রিয়মাণ
সমাপ্ত করিয়া গীত গান !
গান গা' পাখীর মত, ফোট্‌রে ফুলের প্রায়,
দ্র ক্ষুদ্র দুঃখ শোক ভুলি—
যাবি, গান যাবে, এক সাথে ভেসে যাবে
তুই, আর তোর গান গুলি !
মিশিবি সে সিন্ধু জলে অনন্ত সাগর তলে,
এক সাথে শুয়ে র'বি প্রাণ,
তুই, আর তোর এই গান !

অনন্ত মরণ।

কোটি কোটি ছোট ছোট মরণেরে ল'য়ে
বসুন্ধরা ছুটিছে আকাশে,
আমি মৃত্যু, তুমি মৃত্যু, মৃত্যু সকলেই,
হাসে খেলে মৃত্যু চারি পাশে।
এ ধরণী মরণের পথ,
এ জগৎ মৃত্যুর জগৎ।

যতটুকু বর্ত্তমান, তারেই কি বল প্রাণ?
সে ত শুধু পলক নিমেষ।
অতীতের মৃত ভার পৃষ্ঠেতে র'য়েছে তার,
না জানি কোথায় তার শেষ।
যত বর্ষ বেঁচে আছি তত বর্ষ ম'রে গেছি,
মরিতেছি প্রতি পলে পলে,
জীবন্ত মরণ মোরা, মরণের ঘরে থাকি,
জানিনে মরণ কারে বলে।

এই জীবনের তলে কত যে মরণ আছে
আজ আমি ভাবিতেছি তাই !—
শৈশবে যা ছিনু আমি—হাসিতাম খেলিতাম,
আজ আমি আর তাহা নাই !
কাল যাহা ছিনু তাহা কাল দিবসের সাথে
না জানি কোথায় গেছে চ'লে,
সে আমি কোথায় গেছে ! তারা সব ম'রে গেছে
আছে এই জীবনের তলে !
এই মুহূর্ত্তের নীচে কত বরষের দেহ,
কত বরষের মৃত হাসি,
মৃত সুখ, মৃত আশা, মৃত স্নেহ ভালবাসা,
রহিয়াছে মৃত্যু রাশি রাশি !
তাই আমি ভাবি ব'সে, (হাসি আপনার মনে,)
মৃত্যুরে হেরিয়া কেন কাঁদি ?
জীবন ত মৃত্যুর সমাধি !

শৈশবের মৃত-আমি, কালিকার মৃত-আমি,
প্রতি নিমেষের মৃত-আমি,
রয়েছে আমারি মাঝে, দেখ দেখি একবার
জীবনের মাঝখানে নামি !

কখন বা সন্ধ্যাবেলা মাঝে মাঝে যাই মোরা
জীবনের সমাধি-ভবনে,
মৃত-শৈশবের তরে আঁখি হতে বারি ঝরে,
মুখ তার পড়ে বুঝি মনে!
সাধের দিবস গুলি যেখানেতে শুয়ে আছে
সেখানেতে ভ্রমিয়া বেড়াই,
পরিশ্রান্ত হৃদয় জুড়াই!

এক মুঠা মরণেরে জীবন বলে কি তবে,
মরণের সমষ্টি কেবল?
একটি নিমেষ তুচ্ছ শত মরণের গুচ্ছ!
নাম নিয়ে এত কোলাহল!
মরণ বাড়িবে যত জীবন বাড়িবে তত,
পলে পলে উঠিব আকাশে,
নক্ষত্রের কিরণ নিবাসে।

ভাবিতেছি কল্পনায়, কত কাল গেছে চলে,
বয়ক্রম সহস্র বরষ,
মরণের স্তরে স্তরে অতি দীর্ঘ—দীর্ঘ প্রাণ,
কোন্ শূন্য করেছে পরশ!

হয়ত গিয়েছি আমি, কত শত গ্রহ ছুঁয়ে,
বৃহস্পতি গ্রহের মাঝারে,
জীবনের এক প্রান্ত রয়েছে পৃথিবী মাঝে
শেষ প্রান্ত বৃহস্পতি পারে!
একেলা র'য়েছি বসি, সহস্র মরণ রাশি,
দীর্ঘকায় মরণ তাপস।
সন্ধ্যা হয়ে আসিয়াছে, অন্ধকার ফুটিতেছে,
শ্রান্ত দেহ হয়েছে অবশ।—
শুধু দেখিতেছি চেয়ে সুদীর্ঘ জীবন ক্ষেত্রে,
অতীতের দিগন্তের পানে,
অতিক্ষীণ দেখা যায় পৃথিবী জ্যোতির কণা
জড়িত রয়েছে সেইখানে,
তারি পানে কতক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া শেষে—
হয়ত সহসা কি কারণে,
আজিকার যে মুহূর্ত্তে এত কথা ভাবিতেছি
এ মুহূর্ত্ত পড়িবে স্মরণে!
পৃথিবীর কত খেলা, পৃথিবীর কত কথা,
পরাণেতে বেড়াইবে ভেসে,
পৃথিবীর সহচর না জানি কোথায় তারা
গেছে কোন্ তারকার দেশে।

হয়ত পড়িবে মনে, পৃথিবীর প্রান্তে বসি
গেয়েছিনু যে কয়টি গান,
সে গানের বিম্ব গুলি হয়ত এখনো ভাসে
ধরার স্রোতের মাঝখান!
ভাবিয়া, হাসিব মৃদু হাসি,
ভাবিয়া, ফেলিব অশ্রু-রাশি!

সহস্র বরষ পরে, সেই গ্রহ মাঝে বসি,
না জানি গাহিব সে কি গান!
কি অনন্ত মন্দাকিনী না জানি ছুটিবে, যবে
খুলে যাবে সে বিশাল-প্রাণ!
মরণের সঙ্গীত মহান্!
হয়ত বা সে নিশীথে কবি এক পৃথিবীতে
চেয়ে আছে মোর গ্রহ পানে;
মহান সঙ্গীত-ধারা গ্রহ হতে গ্রহে ঝরি
পশিবেক তাহার পরাণে!
বিস্ফারিত করি আঁখি শিহরিত কলেবরে
শুনিবে সে আধ-শোনা গান,
কত কি উঠিবে মনে ব্যক্ত করিবার তরে
আকুল ব্যাকুল হবে প্রাণ!

আপনার কথা শুনে আপনি বিস্মিত হবে,
চাহিয়া রহিবে অবিরত
নিদ্রাহীন স্বপ্নটির মত।
নয়নে পড়িবে অশ্রুজল,
বুঝিবেনা, শুনিবে কেবল।

মরণ বাড়িবে যত, কোথায়—কোথায় যাব,
বাড়িবে প্রাণের অধিকার,
বিশাল প্রাণের মাঝে কত গ্রহ কত তারা
হেথা হোথা করিবে বিহার!
উঠিবে জীবন মোর কতনা আকাশ ছেয়ে
ঢাকিয়া ফেলিবে রবি শশি,
যুগ যুগান্তর যাবে নব নব রাজ্য পাবে
নব নব তারায় প্রবেশি!
কবেরে আসিবে সেই দিন
উঠিব সে আকাশের পথে,
আমার মরণ ডোর দিয়ে
বেঁধে দেব জগতে জগতে!
আমার মরণ-ডোর দিয়ে

গেঁথে দেব জগতের মালা,
রবি শশি একেকটি ফুল,
চরাচর কুসুমের ডালা!
তোরাও আসিবি ভাই, উঠিবিরে দশ দিকে,
এক সাথে হইবে মিলন,
ডোরে ডোরে লাগিবে বাঁধন!
আমাদের মরণের জালে
জগৎ ফেলিব আবরিয়া,
এ অনন্ত আকাশ সাগরে
দশ দিক রহিব ঘেরিয়া!
পড়িবে তপন তায়, চন্দ্রমা জড়ায়ে যাবে,
পড়িবেক কোটি কোটি তারা
পৃথ্বী কোথা হ'য়ে যাবে হারা!
আয় ভাই সব যাই ভুলি,
সকলে করিরে কোলাকুলি!
সে কিরে আনন্দ মহোৎসব,
জগতেরে ফেলিব ঘেরিয়া,
আমাদের মরণের মাঝে
চরাচর বেড়াবে ঘুরিয়া!

জয় হোক্ জয় হোক্ মরণের জয় হোক্
আমাদের অনন্ত মরণ,
মরণের হবে না মরণ!

এ ধরায় মোরা সবে শতাব্দীর ক্ষুদ্র শিশু
লইলাম তোমার শরণ,
এস তুমি এস কাছে, স্নেহ কোলে লও তুমি
পিয়াও তোমার মাতৃস্তন,
আমাদের করহে পালন!

বাড়িব তোমার স্নেহে, নববল পাব দেহে,
ডাকিব হে জননী বলিয়া,
তোমার অঞ্চল ধরি জগতের খেলাঘরে,
অবিরাম বেড়াব খেলিয়া!
হেথা নাবি হোথা উঠি করিব রে ছুটাছুটি,
বেড়াইব তারায় তারায়,
সুকুমার বিদ্যুতের প্রায়!

আনন্দে পূরেছে প্রাণ, হেরিতেছি এ জগতে
মরণের অনন্ত উৎসব,
কার নিমন্ত্রণে মোরা, মহা যজ্ঞে এসেছিরে
উঠেছে মহান্ কলরব।

যে ডাকিছে ভাল বেসে, তারে চিনিস্‌নে শিশু ?
তার কাছে কেন তোর ডর,
জীবন যাহারে বলে মরণ তাহারি নাম,
মরণ ত নহে তোর পর।
আয় তারে আলিঙ্গন কর,
আয়, তার হাত খানি ধর!

পুনর্ম্মিলন।

কিসের হরষ কোলাহল,
শুধাই তোদের, তোরা বল!
আনন্দ মাঝারে সব উঠিতেছে ভেসে ভেসে,
আনন্দে হতেছে কভু লীন,
এমন দেখিনি কবে——এমন দেখিনি কাল,
এমন দেখিনি বহু দিন।

প্রকৃতি গো, জননি গো, খেলাতেম ছেলেবেলা,
তোমার কোলের কাছে কত কি—কত কি খেলা।
দুটি ছোট ছোট হাতে তোমারে জড়ায়ে ধ'রে,
তোমার মুখের পানে চাহিতাম প্রাণ ভোরে!
এখনো সে মনে আছে—শীতের সকাল হলে,
তাড়াতাড়ি ফুলবনে একেলা যেতেম চলে;—
নবীন রবির আলো,
সে যে কি লাগিত ভাল!

বিমল কনক সুধা যেনরে করিয়া পান,
কি জানি কি হয়ে যেত সেই বালকের প্রাণ !
প্রভাত শিশির গুলি ঘাস হতে তুলিতাম,
কপালে কপোলে মোর ফোঁটা ফোঁটা ফেলিতাম।
তরুণ ফুলের মত ফুটিয়া উঠিত প্রাণ,
বিমল কোমল হৃদে কি যেন ঝরিত গান।
এখনো সে মনে আছে সেই স্তব্ধ দ্বিপ্রহরে,
জানালার কাছে ব'সে একেলা বিজন ঘরে,
চারিদিক স্তব্ধ হেরি কি যেন করিত প্রাণ,
যতদূর দেখা যায় চেয়ে আছে দু নয়ান।
মাঝে মাঝে সমীরণ গায়েতে লাগিত এসে,
সমুদ্রের প্রান্ত হতে,
কল্পনার তীর হতে—
সেই সমীরণ স্রোতে কি যেন আসিত ভেসে।
কত মায়া, কত পরী, উপন্যাস কত শত,
সেই বাতাসের সাথে ছিল যেন বিজড়িত !
মনে পড়ে আমাদের ছিল এক ছোট ঘর,
জাহ্নবী বহিয়া যায়, তরু করে মরমর্ !
আমরা দুইটি ভাই সেথায় র'য়েছি ব'সে,
জাহ্নবী-প্রবাহ পানে চেয়ে আছি অনিমিষে।

নিভৃত গাছের ছায়
ঝুরু ঝুরু বহে বায়,
বকুলের ফুলগুলি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে যায়—
ঢেউ গুলি ব'হে যায়—তরি গুলি ভেসে যায়—
চেয়ে আছি—চেয়ে আছি—সারাদিন চলে যায়।
যেমন নদীতে ঢেউ উঠিছে পড়িছে কত,
বালক কল্পনা মনে ওঠে পড়ে কত শত।
হয়ত বরষা কাল—ঝর ঝর বারি ঝরে,
পুলক-রোমাঞ্চ ফুটে জাহ্নবীর কলেবরে ;
থেকে থেকে ঝন ঝন,
ঘন বাজ বরিষণ,
থেকে থেকে বিজলীর চমকিত চকমকি।
বহিছে পূরব বায়,
শীতে শিহরিছে কায়,
গহন জলদে দিবা হয়েছে আঁধার-মুখী।
সাধ যেত যাই ভেসে,
নূতন—নূতন দেশে,
দুলায়ে দুলায়ে ঢেউ কোথা নিয়ে যেত শেষে।
কূলে কত নিকেতন,
কত বন, উপবন,

কত গাছ, কত ছায়া, জটিল বটের মূল—
তীরে বালুকার পরে,
ছেলে মেয়ে খেলা করে,
সন্ধ্যায় ভাসায় দীপ, প্রভাতে ভাসায় ফুল।
ভাসিতে ভাসিতে শুধু দেখিতে দেখিতে যাব,
কত দেশ, কত মুখ, কত কি দেখিতে পাব।
কোথা বালকের হাসি,
কোথা রাখালের বাঁশি,
সহসা সুদূর হতে অচেনা পাখীর গান।
কোথাও বা দাঁড় বেয়ে
মাঝী গেল গান গেয়ে,
কোথাও বা তীরে ব'সে পথিক ধরিল তান।
শুনিতে শুনিতে যাই আকাশেতে তুলে আঁখি,
আকাশেতে ভাসে মেঘ—আকাশেতে ওড়ে পাখী।

সেই—সেই ছেলে বেলা,
আনন্দে করেছি খেলা,
প্রকৃতি গো—জননি গো—কেবলি তোমারি কোলে।
তার পরে কি যে হল——কোথা যে গেলেম চলে।

হৃদয় নামেতে এক বিশাল অরণ্য আছে,
দিশে দিশে নাহিক কিনারা,
তারি মাঝে হ'নু পথহারা!
সে বন আঁধারে ঢাকা,
গাছের জটিল শাখা
সহস্র স্নেহের বাহু দিয়ে
আঁধার পালিছে বুকে নিয়ে।
নাহি রবি নাহি শশি, নাহি গ্রহ, নাহি তারা,
কে জানে কোথায় দিগ্বিদিক!
আমি শুধু একেলা পথিক!
তোমারে গেলেম ফেলে,
অরণ্যে গেলেম চলে,
কাটালেম কত শত দিন,
ম্রিয়মান—সুখশান্তি হীন!

আজিকে একটি পাখী পথ দেখাইয়া মোরে
আনিল এ অরণ্য বাহিরে,
আনন্দের সমুদ্রের তীরে!
সহসা দেখিনু রবিকর,
সহসা শুনিনু কত গান,

সহসা পাইনু পরিমল,
সহসা খুলিয়া গেল প্রাণ !
দেখিনু ফুটিছে ফুল, দেখিনু উড়িছে পাখী,
আকাশ পূরেছে কলস্বরে !
জীবনের ঢেউগুলি ওঠে পড়ে চারিদিকে,
রবিকর নাচে তার পরে !
চারিদিকে বহে বায়ু, চারিদিকে ফুটে আলো,
চারিদিকে অনন্ত আকাশ,
চারিদিক পানে চাই, চারিদিকে প্রাণ ধায়,
জগতের অসীম বিকাশ !
কেহ এসে বসে কোলে, কেহ ডাকে সখা বোলে,
কাছে এসে কেহ করে খেলা,
কেহ হাসে, কেহ গায়, কেহ আসে, কেহ যায়,
এ কি হেরি আনন্দের মেলা !
যুবক যুবতী হাসে, বালক বালিকা নাচে,
দেখে যে রে জুড়ায় নয়ন !
ও কে হোথা গান গায়, প্রাণ কেড়ে নিয়ে যায়,
ও কি শুনি অমিয়-বচন !
কেরে তুই কচি মেয়ে, বুকের কাছেতে এসে
কি কথা কহিস্ ভাঙ্গা ভাঙ্গা,

প্রভাতে প্রভাত ঢালে হাসির প্রবাহ তোর,
আধফুটো ঠোঁট রাঙা রাঙা।

তাই আজি শুধাই তোমারে,
কেন এ আনন্দ চারি ধারে!
বুঝেছি গো বুঝেছি গো—এতদিন পরে বুঝি,
ফিরে পেলে হারান' সন্তান!
তাই বুঝি দুই হাতে জড়ায়ে লয়েছ বুকে,
তাই বুঝি গাহিতেছ গান!
তাই বুঝি ছুটে আসে সমীরণ মোর পাশে,
বারবার করে আলিঙ্গন,
আকাশ আনন্দভরে আমার মাথার পরে
করিছে প্রভাত বরিষণ!
তাই বুঝি মেঘমালা পূরব দুয়ার হতে
স্নেহ দৃষ্টে মোর মুখে চায়!
তাই বুঝি চরাচর তাহার বুকের মাঝে
বারবার ডাকিছে আমায়!

ওই শোন পাখী গায়—শতবার ক'রে গায়,
ওই দেখ ফুটে ওঠে ফুল!

আমি কে গো, জননি গো, আমারে হেরিয়া কেন
এরা এত হাসিয়া আকুল!
ছোট ছোট ফুলগুলি ওদের হেরিয়ে হাসি
প্রাণমন পূরিল উল্লাসে!
প্রভাতের শিশুগুলি কেমনে চিনিল মোরে?
মোরে কেন এত ভাল বাসে?
মরি মরি কচি হাসি স্নেহের বাছনি তোরা
মোরে যদি এত লাগে ভাল,
প্রতিদিন ভোর হলে আসিব তোদের কাছে,
না ফুটিতে প্রভাতের আলো।
বায়ুভরে ঢলি ঢলি করিবিরে গলাগলি,
হেরিব তোদের হাসিমুখ,
তোদের শোনাব গান, তোদের দেখাব প্রাণ
উঘাটিয়া পরাণের সুখ!

ভালবাসা খুঁজিবারে গেছিনু অরণ্যমাঝে
হৃদয়ে হইনু পথহারা,
বরষিনু অশ্রুবারি ধারা!
ভ্রমিলাম দূরে দূরে—কে জানিত বল দেখি,
হেথা এত ভালবাসা আছে!

যে দিকেই চেয়ে দেখি সেই দিকে ভালবাসা
ভাসিতেছে নয়নের কাছে।
হেথা যারে ভালবাসি ফিরে দেয় ভালবাসা,
নাই হেথা নিরাশ প্রণয়।
কাঁদিলে কাঁদিতে থাকে, হাসিলে হাসিয়া ওঠে
জগতের করুণ হৃদয়।
মা আমার, আজ আমি কতশত দিন পরে
যখনিরে দাঁড়ানু সম্মুখে,
অমনি চুমিলি মুখ, কিছু নাই অভিমান,
অমনি লইলি তুলে বুকে।
ছাড়িব না তোর কোল, র'ব হেথা অবিরাম,
তোর কাছে শিখিবরে স্নেহ,
সবারে বাসিব ভাল; কেহ না নিরাশ হবে
মোরে ভাল বাসিবে যে কেহ।

প্রতিধ্বনি।

অয়ি প্রতিধ্বনি,
 বুঝি আমি তোরে ভালবাসি,
 বুঝি আর কারেও বাসি না,
আমারে করিলি তুই আকুল ব্যাকুল,
 তোর লাগি কাঁদে মোর বীণা !
তোর মুখে পাখীদের শুনিয়া সঙ্গীত,
 নির্ঝরের শুনিয়া ঝর্ঝর,
গভীর রহস্যময় অরণ্যের গান,
 বালকের মধুমাখা স্বর,
তোর মুখে জগতের সঙ্গীত শুনিয়া,
 তোরে আমি ভাল বাসিয়াছি ;
তবু কেন তোরে আমি দেখিতে না পাই,
 বিশ্বময় তোরে খুঁজিয়াছি !
 যখনি পাখীটি গেয়ে ওঠে,
 অমনি শুনিরে তোর গান,
 চমকিয়া চারি দিকে চাই,
 কোথা—কোথা—কাঁদেরে পরাণ !

তখনি খুঁজিতে যাই কাননে কাননে,
ভ্রমি আমি গুহায় গুহায়,
ছুটি আমি শিখরে শিখরে,
হেরি আমি হেথায় হোথায়।
যখনি ডাকিরে তোরে কাতর হইয়া,
দূর হ'তে দিস্ তুই সাড়া,
অমনি সে দূর পানে যাই আমি ছুটে,
কিছু নাই মহাশূন্য ছাড়া!
অয়ি প্রতিধ্বনি,
কোথা তোর ঘুমের কুটীর!
কোথা তোর স্বপনের পাড়া!

চির কাল—চির কাল—তুই কিরে চিরকাল
সেই দূরে র'বি!
আধ' স্বরে গাবি শুধু গীতের আভাস,
তুই চির-কবি?
দেখা তুই দিবি না কি? না হয় না দিলি,
একটি কি পূরাবিনা আশ,
কাছে হতে একবার শুনিবারে চাই
তোর গীতোচ্ছাস!

অরণ্যের, পর্ব্বতের, সমুদ্রের গান,
ঝটিকার বজ্রগীত স্বর,
দিবসের, প্রদোষের, রজনীর গীত,
চেতনার, নিদ্রার, মর্ম্মর,
বসন্তের, বরষার, শরতের গান,
জীবনের, মরণের, স্বর,
আলোকের পদধ্বনি মহা অন্ধকারে
ব্যাপ্ত করি বিশ্ব চরাচর,
পৃথিবীর, চন্দ্রমার, গ্রহ তপনের,
কোটি কোটি তারার সঙ্গীত,
তোর কাছে জগতের কোন্ মাঝখানে
না জানিরে হতেছে মিলিত।
সেই খানে একবার বসাইবি মোরে ;
সেই মহা আঁধার নিশায়,
শুনিবরে আঁখি মুদি বিশ্বের সঙ্গীত,
তোর মুখে কেমন শুনায়।

তোরে আমি দেখিনি কখনো,
তবুরে অতুল রূপরাশি

তোর আধ' কণ্ঠস্বর সম,
  প্রাণে আধ' বেড়াইছে ভাসি।
তারে দেখিবারে চাই—তারে ধরিবারে চাই,
  সেই মোরে করেছে পাগল,
তারি তরে চরাচরে সুখ শান্তি নাই
  তারি তরে পরাণ বিকল!

জোছনায় ফুলবনে একাকী বসিয়া থাকি,
  আঁখি দিয়া অশ্রুবারি ঝরে,
বল্ মোরে বল্ অয়ি মোহিনী ছলনা,
  সে কি তোরি তরে?
বিরামের গান গেয়ে সায়াহ্নের বায়
  কোথা বহে যায়!
তারি সাথে কেন মোর প্রাণ হুহু করে
  সে কি তোরি তরে!
বাতাসে সুরভি ভাসে, আঁধারে কত না তারা,
  আকাশে অসীম নীরবতা,
তখন প্রাণের মাঝে কত কথা ভেসে যায়,
  সে কি তোরি কথা?
ফুলের সৌরভ গুলি আকাশে খেলাতে এসে

বাতাসেতে হয় পথহারা,
চারিদিকে ঘুরে হয় সারা,
মা'র কোলে ফিরে যেতে চায়,
ফুলে ফুলে খুঁজিয়া বেড়ায়।
তেমনি প্রাণের মাঝে অশরীরী আশাগুলি,
ভ্রমে কেন হেথায় হোথায়,
সে কি তোরে চায়?
আঁখি যেন কার তরে পথ পানে চেয়ে আছে,
দিন গণি গণি,
মাঝে মাঝে কারো মুখে সহসা দেখে সে যেন
অতুল রূপের প্রতিধ্বনি,
কাছে গেলে মিলাইয়া যায়,
নিরাশার হাসিটির প্রায়,—
সৌন্দর্য্যের মরীচিকা এ কাহার মায়া?
এ কি তোরি ছায়া?

জগতের গান গুলি দূর দূরান্তর হ'তে
দলে দলে তোর কাছে যায়,
যেন তারা, বহ্নি হেরি পতঙ্গের মত,
পদতলে মরিবারে চায়।

জগতের মৃত গান গুলি
তোর কাছে পেয়ে নব প্রাণ,
সঙ্গীতের পরলোক হ'তে
গায় যেন দেহমুক্ত গান !
তাই তার নব কণ্ঠ ধ্বনি,
প্রভাতের স্বপনের প্রায়,
কুসুমের সৌরভের সাথে
এমন সহজে মিশে যায় !
আমি ভাবিতেছি ব'সে গান গুলি তোরে
না জানি কেমনে খুঁজে পায় !
না জানি কোথায় খুঁজে পায় !
না জানি কি গুহার মাঝারে
অস্ফুট মেঘের উপবনে,
স্মৃতি ও আশায় বিজড়িত
আলোক-ছায়ার সিংহাসনে,
ছায়াময়ী মূর্ত্তি খানি আপনে আপনি মিশি
আপনি বিস্মিত আপনায়,
কার পানে শূন্য পানে চায় !
সায়াহ্নে প্রশান্ত রবি স্বর্ণময় মেঘ মাঝে
পশ্চিমের সমুদ্র সীমায়,

প্রভাতের জন্মভূমি শৈশব পূরব পানে,
যেমন আকুল নেত্রে চায়,
পূরবের শূন্য পটে প্রভাতের স্মৃতি গুলি
এখনো দেখিতে যেন পায়,
তেমনি সে ছায়াময়ী কোথা যেন চেয়ে আছে
কোথা হতে আসিতেছে গান,
এলানো কুন্তল জালে সন্ধ্যার তারকা গুলি
গান শুনে মুদিছে নয়ান!
বিচিত্র সৌন্দর্য্য জগতের
হেথা আসি হইতেছে লয়!
সঙ্গীত, সৌরভ, শোভা, জগতে যা কিছু আছে,
সবি হেথা প্রতিধ্বনিময়!
প্রতিধ্বনি, তব নিকেতন,
তোমার সে সৌন্দর্য্য অতুল,
প্রাণে জাগে ছায়ার মতন,
ভাষা হয় আকুল ব্যাকুল!

আমরণ, চিরদিন, কেবলি খুঁজিব তোরে,
কখন কি পাবনা সন্ধান!

কেবলি কি র'বি দূরে, অতি দূর হ'তে
শুনিবরে ওই আধ' গান।
এই বিশ্ব জগতের মাঝ খানে দাঁড়াইয়া
বাজাইবি সৌন্দর্য্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব তোরে
প্রাণ মন হইবে উদাসী।
তপনেরে ঘিরি ঘিরি যেমন ঘুরিছে ধরা,
ঘুরিব কি তোর চারি দিকে।
অনন্ত প্রাণের পথে বরষিবি গীত ধারা
চেয়ে আমি র'ব' অনিমিখে।
তোরি মোহময় গান শুনিতেছি অবিরত
তোরি রূপ কল্পনায় লিখা,
করিস্‌নে প্রবঞ্চনা, সত্য ক'রে বল্‌ দেখি,
তুইত নহিস্‌ মরীচিকা?
কতবার আর্ত্তস্বরে, শুধায়েছি প্রাণ পণে
অয়ি তুমি কোথায়—কোথায়—
অমনি সুদূর হতে কেন তুমি বলিয়াছ,
"কে জানে কোথায়?"
আশাময়ী, ওকি কথা! তুমি কি আপনাহারা!
আপনি জাননা আপনায়?

মহাস্বপ্ন।

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রামগ্ন মহাদেব দেখিছেন মহান্ স্বপন।
বিশাল জগত এই
প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়-সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিম্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্র সূর্য্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে ডুবিতেছে রাত্রি দিন, আকাশের তলে!
একা বসি মহা-সিন্ধু চির দিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।
তটিনীর কলরব, লক্ষ নির্ঝরের ঝর ঝর,
সিন্ধুর গম্ভীর গীত মেঘের গম্ভীর কণ্ঠ স্বর ;
ঝটিকা করিছে হা হা আশ্রয় আলয় তার ছাড়ি,
বাজায়ে অরণ্য-বীণা ভীমবল শত বাহু নাড়ি ;
রুদ্ররাগ আলাপিয়া গড়ায়ে পড়িছে হিম-রাশ,
পর্ব্বত-দৈত্যের যেন ঘনীভূত ঘোর অট্ট হাস ;

ধীরে ধীরে মহারণ্য নাড়িতেছে জটাময় মাথা,
ঝর ঝর মর মর উঠিতেছে সুগম্ভীর গাথা!
চেতনার কোলাহলে দিবস পূরিছে দশ দিশি,
ঝিল্লি-রবে একমন্ত্র জপিতেছে তাপসিনী নিশি,
সমস্ত একত্রে মিলি ধ্বনিয়া ধ্বনিয়া চারিভিত,
উঠাইছে মহা-হ্রদে মহা এক স্বপন-সঙ্গীত!
স্বপনের রাজ্য এই, স্বপন-রাজ্যের জীবগণ,
দেহ ধরিতেছে কত মুহুর্মুহু নূতন নূতন!
ফুল হয়ে যায় ফল, ফুল ফল বীজ হয় শেষে,
নব নব বৃক্ষ হয়ে বেঁচে থাকে কানন-প্রদেশে।
বাষ্প হয়, মেঘ হয়, বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি বারি ধারা,
নির্ঝর তটিনী হয়, ভাঙ্গি ফেলে শিলাময় কারা।
নিদাঘ মরিয়া যায়, বরষা শ্মশানে আসি তার
নিভায় জ্বলন্ত চিতা বরষিয়া অশ্রুবারি ধার।
বরষা হইয়া বৃদ্ধ শ্বেত-কেশ শীত হয়ে যায়,
যযাতির মত পুন বসন্ত-যৌবন ফিরে পায়।
এক শুধু পুরাতন, আর সব নূতন নূতন,
এক পুরাতন হ্রদে উঠিতেছে নূতন স্বপন।
অপূর্ণ স্বপন-সৃষ্ট মানুষেরা অভাবের দাস,
জাগ্রত পূর্ণতা তরে পাইতেছে কত না প্রয়াস!

চেতনা, ছিঁড়িতে চাহে আধ'-অচেতন আবরণ,
দিন রাত্রি এই আশা, এই তার এক মাত্র পণ।
পূর্ণ আত্মা জাগিবেন, কভু কি আসিবে হেন দিন?
অপূর্ণ জগত-স্বপ্ন ধীরে ধীরে হইবে বিলীন?
চন্দ্র সূর্য্য তারকার অন্ধকার স্বপ্নময়ী ছায়া,
জ্যোতির্ম্ময় সে হৃদয়ে ধীরে ধীরে মিলাইবে কায়া।
পৃথিবী ভাঙ্গিয়া যাবে, একে একে গ্রহ তারা গণ
ভেঙ্গে ভেঙ্গে মিলে যাবে, একেক্‌টি বিম্বের মতন।
চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ চেয়ে জ্যোতির্ম্ময় মহান্ বৃহৎ,
জীব-আত্মা মিলাইবে একেক্‌টি জলবিম্ব বৎ।
কভু কি আসিবে, দেব, সেই মহা স্বপ্ন-ভাঙ্গা দিন,
সত্যের সমুদ্র মাঝে আধ'-সত্য হয়ে যাবে লীন?
আধেক প্রলয় জলে ডুবে আছে তোমার হৃদয়,
বল, দেব, কবে হেন প্রলয়ের হইবে প্রলয়?

সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়।

দেশ-শূন্য, কাল শূন্য, জ্যোতি-শূন্য মহাশূন্য পরি
চতুর্ম্মুখ করিছেন ধ্যান,
মহা অন্ধ অন্ধকার সভয়ে রয়েছে দাঁড়াইয়া——
কবে দেব খুলিবে নয়ান!
অনন্ত হৃদয় মাঝে আসন্ন জগত চরাচর
দাঁড়াইয়া স্তম্ভিত নিশ্চল,
অনন্ত হৃদয়ে তাঁর ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান
ধীরে ধীরে বিকাশিছে দল!
লেগেছে ভাবের ঘোর, মহানন্দে পূর্ণ তাঁর প্রাণ
নিজের হৃদয় পানে চাহি,
নিস্তরঙ্গ রহিয়াছে অনন্ত আনন্দ পারাবার,
কূল নাহি, দিগ্বিদিক নাহি!
পুলকে পূর্ণিত তাঁর প্রাণ,
সহসা আনন্দ-সিন্ধু হৃদয়ে উঠিল উথলিয়া,
আদিদেব খুলিলা নয়ান,
জনশূন্য জ্যোতিশূন্য অন্ধতম অন্ধকার মাঝে
উচ্ছ্বসি উঠিল বেদগান!

চারি মুখে বাহিরিল বাণী
চারিদিকে করিল প্রয়াণ!
সীমাহারা মহা অন্ধকারে,
সীমা শূন্য ব্যোম-পারাবারে,
প্রাণ-পূর্ণ ঝটিকার মত,
ভাবপূর্ণ ব্যাকুলতা সম
আশপূর্ণ অতৃপ্তির প্রায়,
সঞ্চরিতে লাগিল সে ভাষা।
দূর—দূর—যত দূর যায়
কিছুতেই অন্ত নাহি পায়,
যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
ভ্রমিতেছে আজিও সে বাণী,
আজিও সে অন্ত নাহি পায়!

ভাবের আনন্দে ভোর, গীতি-কবি চারি মুখে
করিতে লাগিলা বেদ-গান।
আনন্দের আন্দোলনে ঘন ঘন বহে শ্বাস,
অষ্ট নেত্রে বিস্ফুরিল জ্যোতি!
জ্যোতির্ম্ময় জটাজাল কোটি সূর্য্য প্রভা সম,
দিগ্বিদিকে পড়িল ছড়ায়ে

মহান্ ললাটে তাঁর অযুত তড়িত-স্ফূর্ত্তি
অবিরাম লাগিল খেলিতে।
অনন্ত ভাবের দল, হৃদয় মাঝারে তাঁর
হতেছিল আকুল ব্যাকুল,
মুক্ত হয়ে ছুটিল তাহারা,
জগতের গঙ্গোত্রী শিখর হতে
শত শত স্রোতে
উচ্ছসিল অগ্নিময় বিশ্বের নির্ঝর,
বাহিরিল অগ্নিময়ী বাণী,
উচ্ছসিল বাষ্পময় ভাব!
উত্তরে দক্ষিণে গেল,
পূরবে পশ্চিমে গেল,
চারিদিকে ছুটিল তাহারা,
আকাশের মহাক্ষেত্রে শৈশব-উচ্ছাস-বেগে
নাচিতে লাগিল মহোল্লাসে!
শব্দ-শূন্য শূন্য মাঝে, সহসা সহস্র স্বরে
জয়ধ্বনি উঠিল উথলি,
হর্ষধ্বনি উঠিল ফুটিয়া,
স্তব্ধতার পাষাণ-হৃদয়
শত ভাগে গেলরে ফাটিয়া,

শব্দ স্রোত ঝরিল চৌদিকে।
এক কালে সমস্বরে—
পূরবে উঠিল ধ্বনি পশ্চিমে উঠিল ধ্বনি,
ব্যাপ্ত হল উত্তরে দক্ষিণে।
অসংখ্য ভাবের দল খেলিতে লাগিল যত
উঠিল খেলার কোলাহল।
শূন্যে শূন্যে মাতিয়া বেড়ায়
হেথা ছোটে, হোথা ছুটে যায়।
কি করিবে আপনা লইয়া
যেন তাহা ভাবিয়া না পায়,
আনন্দে ভাঙ্গিয়া যেতে চায়।
যে প্রাণ অনন্ত যুগ রবে
সেই প্রাণ পেয়েছে নূতন,
আনন্দে অনন্ত প্রাণ যেন,
মুহূর্ত্তে করিতে চায় ব্যয়!
অবশেষে আকাশ ব্যাপিয়া
পড়িল প্রেমের আকর্ষণ।
এ ধায় উহার পানে,
এ চায় উহার মুখে,
আগ্রহে ছুটিয়া কাছে আসে।

বাষ্পে বাষ্পে করে ছুটাছুটি,
বাষ্পে বাষ্পে করে আলিঙ্গন!
অগ্নিময় কাতর হৃদয়
অগ্নিময় হৃদয়ে মিশিছে!
জ্বলিছে দ্বিগুণ অগ্নি রাশি
আঁধার হতেছে চূর চূর!
অগ্নিময় মিলন হইতে
জন্মিতেছে আগ্নেয় সন্তান,
অন্ধকার শূন্য-মরু মাঝে
শত শত অগ্নি-পরিবার
দিশে দিশে করিছে ভ্রমণ।
আদি দেব আদি কবি মেলি জ্যোতির্ম্ময় আঁখি
চারিদিকে আছেন চাহিয়া,
দেখিছেন স্তব্ধ ভাবে ভাব সন্তানের খেলা,
আনন্দে পূরিছে তাঁর প্রাণ!

* * * *

নূতন সে প্রাণের উল্লাসে,
নূতন সে প্রাণের উচ্ছ্বাসে,
বিশ্ব যবে হয়েছে উন্মাদ,
চারিদিকে উঠিছে নিনাদ,

অনন্ত আকাশে দাঁড়াইয়া,
চারিদিকে চারি হাত দিয়া,
বিষ্ণু আসি মন্ত্র পড়ি দিলা,
বিষ্ণু আসি কৈলা আশীর্ব্বাদ!
লইয়া মঙ্গল শঙ্খ করে,
কাঁপায়ে জগত-চরাচরে
বিষ্ণু আসি কৈলা শঙ্খনাদ!
থেমে এল প্রচণ্ড কল্লোল,
নিভে এল জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
গ্রহগণ নিজ অশ্রু-জলে
নিভাইল নিজের হুতাশ!
জগতের বাঁধিল সমাজ,
জগতের বাঁধিল সংসার,
বিবাহে বাহুতে বাহু বাঁধি
জগৎ হইল পরিবার।
বিষ্ণু আসি মহাকাশে, লেখনী ধরিয়া করে
মহান্ কালের পত্র খুলি,
লইয়া ব্রহ্মার ভাব গুলি,
একমনে পরম যতনে,
লিখি লিখি যুগ যুগান্তর

বাঁধি দিলা ছন্দের বাঁধনে।
জগতের মহা-বেদব্যাস,
গঠিলা নিখিল-উপন্যাস,
বিশৃঙ্খল বিশ্বগীতি লয়ে
মহাকাব্য করিলা রচন।
জগতের ফুলরাশি লয়ে
গাঁথি মালা মনের মতন
নিজ গলে কৈলা আরোপন।
জগতের মালা খানি জগত-পতির গলে
মরি কিবা সেজেছে অতুল,
দেখিবারে হৃদয় আকুল।
বিশ্ব-মালা অসীম অক্ষয়,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য, কত গ্রহ কত তারা
কত বর্ণ, কত গীতময়।

নিজ নিজ পরিবার লয়ে
ভ্রমে সবে নিজ নিজ পথে,
বিষ্ণু দেব চক্র হাতে লয়ে,
চক্রে চক্রে বাঁধিলা জগতে।

চক্র পথে ভ্রমে গ্রহ তারা,
চক্র পথে রবি শশি ভ্রমে,
শাসনের গদা হস্তে লয়ে
চরাচর রাখিলা নিয়মে।
দুরন্ত প্রেমেরে বাঁধি দিয়া
বিবাহে করিলা পরিণত।
মহাকায় শনিরে ঘেরিয়া,
হাতে হাতে ধরিয়া ধরিয়া,
নাচিতে লাগিল এক তালে
সুধামুখী চাঁদ শত শত।
পৃথিবীর সমুদ্র-হৃদয়
চন্দ্রে হেরি উঠে উথলিয়া,
পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে
চন্দ্র হাসে আনন্দে গলিয়া।
মিলি যত গ্রহ ভাই বোন,
এক অন্নে হইল পালিত,
তারা-সহোদর যত ছিল
এক সাথে হইল মিলিত।
কত কত শত বর্ষ ধরি,
দূর পথ অতিক্রম করি,

তারা গুলি, আলোকের দূত
পাঠাইছে বিদেশ হইতে,
ক্ষুদ্র ওই দূর দেশবাসী
পৃথিবীর বারতা লইতে!
রবি ধায় রবির চৌদিকে,
গ্রহ ধায় রবিরে ঘেরিয়া,
চাঁদ হাসে গ্রহ মুখ চেয়ে
তারা হাসে তারায় হেরিয়া।
মহাছন্দ মহা অনুপ্রাস
চরাচরে বিস্তারিল পাশ।

পশিয়া মানস-সরোবরে,
স্বর্ণ-পদ্ম করিলা চয়ন।
বিষ্ণু দেব প্রসন্ন আননে
পদ্মপানে মেলিল নয়ন।
ফুটিয়া উঠিল শতদল,
বাহিরিল কিরণ বিমল,
মাতিলরে দ্যুলোক ভূলোক
আকাশে পূরিল পরিমল।

চরাচরে উঠাইয়া গান,
চরাচরে জাগাইয়া হাসি,
কোমল কমল দল হতে
উঠিল অতুল রূপ রাশি!
মেলি দুটি নয়ন বিহ্বল,
ত্যজিয়া সে শতদল দল
ধীরে ধীরে জগত-মাঝারে
লক্ষ্মী আসি ফেলিলা চরণ,
গ্রহে গ্রহে তারায় তারায়
ফুটিল রে বিচিত্র বরণ।
জগত মুখের পানে চায়
জগত পাগল হয়ে যায়,
নাচিতে লাগিল চারিদিকে,
আনন্দের অন্ত নাহি পায়।
জগতের মুখ পানে চেয়ে
লক্ষ্মী যবে হাসিলেন হাসি,
মেঘেতে ফুটিল ইন্দ্রধনু,
কাননে ফুটিল ফুল-রাশি;
হাসি লয়ে করে কাড়াকাড়ি
চন্দ্র সূর্য্য-গ্রহ চারি ভিতে।

চাহে তাঁর চরণ-ছায়ায়
যৌবন কুসুম ফুটাইতে।
জগতের হৃদয়ের আশা,
দশদিকে আকুল হইয়া
ফুল হয়ে, পরিমল হ'য়ে
গান হয়ে উঠিল ফুটিয়া।
এ কি হেরি যৌবন-উচ্ছ্বাস
এ কিরে মোহন ইন্দ্রজাল,
সৌন্দর্য্য-কুসুমে গেল ঢেকে
জগতের কঠিন কঙ্কাল।
হাসি হয়ে ভাতিল আকাশে
তারকার রক্তিম নয়ান,
জগতের হর্ষ-কোলাহল
রাগিণীতে হল অবসান।
কোমলে কঠিন লুকাইল,
শক্তিরে ঢাকিল রূপ রাশি,
প্রেমের হৃদয়ে মহা বল,
অশনির মুখে দিল হাসি।
সকলি হইল মনোহর
সাজিল জগত-চরাচর!

*   *   *   *

মহাছন্দে বাঁধা হয়ে, যুগ যুগ যুগ-যুগান্তর,
পড়িল নিয়ম-পাঠশালে
অসীম জগত-চরাচর !
শ্রান্ত-হয়ে এল কলেবর,
নিদ্রা আসে নয়নে তাহার,
আকর্ষণ হতেছে শিথিল,
উত্তাপ হতেছে একাকার।
জগতের প্রাণ হতে
উঠিল রে বিলাপ-সঙ্গীত,
কাঁদিয়া উঠিল চারি ভিত,
পূরবে বিলাপ উঠে, পশ্চিমে বিলাপ উঠে
কাঁদিল রে উত্তর দক্ষিণ,
কাঁদে গ্রহ, কাঁদে তারা, শ্রান্ত দেহে কাঁদে রবি,
জগৎ হইল শান্তি হীন !
চরিদিক হতে উঠিতেছে
আকুল বিশ্বের কণ্ঠস্বর;—
"জাগ' জাগ' জাগ' মহাদেব,
কবে মোরা পাব অবসর !—

অলংঘ্য নিয়ম-পথে ভ্রমি
হয়েছে হে শ্রান্ত কলেবর ;
নিয়মের পাঠ সমাপিয়া
সাধ গেছে খেলা করিবারে,
একবার ছেড়ে দাও দেব,
অনন্ত এ আকাশ মাঝারে।”
জগতের আত্মা কহে কাঁদি
“আমারে নূতন দেহ দাও ;
প্রতিদিন বাড়িছে হৃদয়,
প্রতিদিন বাড়িতেছে আশা,
প্রতিদিন টুটিতেছে দেহ,
প্রতিদিন ভাঙ্গিতেছে বল।
গাও দেব মরণ-সঙ্গীত
পাব মোরা নূতন জীবন।”
জগৎ কাঁদিল উচ্চরবে
জাগিয়া উঠিলা মহেশ্বর,
তিনকাল ত্রিনয়ন মেলি
হেরিলেন দিক্ দিগন্তর।
প্রলয় পিনাক তুলি করে ধরিলেন শূলী,
পদতলে জগত চাপিয়া,

জগতের আদি অন্ত থর থর থর থর
একবার উঠিল কাঁপিয়া!
পিনাকেতে পুরিলা নিশ্বাস,
ছিঁড়িয়া পড়িয়া গেল,
জগতের সমস্ত বাঁধন!
উঠিল রে মহাশূন্যে গরজিয়া তরঙ্গিয়া
ছন্দোমুক্ত জগতের উন্মত্ত আনন্দ কোলাহল।
ছিঁড়ে গেল রবি শশি গ্রহ তারা ধূমকেতু,
কে কোথায় ছুটে গেল,
ভেঙ্গে গেল টুটে গেল,
চন্দ্রে সূর্য্যে গুঁড়াইয়া
চূর্ণ চূর্ণ হয়ে গেল।—
মহা অগ্নি জ্বলিল রে,—
আকাশের অনন্ত হৃদয়
অগ্নি—অগ্নি—শুধু অগ্নিময়!
মহা অগ্নি উঠিল জ্বলিয়া
জগতের মহা চিতানল!
খণ্ড খণ্ড রবি শশি, চূর্ণ চূর্ণ গ্রহ তারা,
বিন্দু বিন্দু আঁধারের মত
বরষিছে চারিদিক হতে,

অনলের তেজোময় গ্রাসে
নিমেষেতে যেতেছে মিশায়ে!
সৃজনের আরম্ভ সময়ে
আছিল অনাদি অন্ধকার,
সৃজনের ধ্বংশ-যুগান্তরে
রহিল অসীম হুতাশন!
অনন্ত আকাশ গ্রাসী অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিলা মহাধ্যান।

কবি।

(অনুবাদিত)

ওই যেতেছেন কবি কাননের পথ দিয়া,
কভু বা অবাক্, কভু ভকতি-বিহ্বল হিয়া,
নিজের প্রাণের মাঝে
একটি যে বীণা বাজে,
সে বীণা শুনিতেছেন হৃদয় মাঝারে গিয়া!
বনে যতগুলি ফুল আলো করি ছিল শাখা,
কারো কচি তনুখানি নীল বসনেতে ঢাকা,
কারো বা সোনার মুখ,
কেহ রাঙ্গা টুক্‌ টুক্‌,
কারো বা শতেক রঙ্‌ যেন ময়ুরের পাখা,
কবিরে আসিতে দেখি হরষেতে হেলি দুলি
হাব ভাব করে কত রূপসী সে মেয়ে গুলি,
বলাবলি করে, আর ফিরিয়া ফিরিয়া চায়,
"প্রণয়ী মোদের ওই দেখ্‌লো চলিয়া যায়।"

সে অরণ্যে বনস্পতি মহান্‌, বিশাল-কায়া,
হেথায় জাগিছে আলো, হোথায় ঘুমায় ছায়া।

কোথাও বা বৃদ্ধ বট—
মাথায় নিবিড় জট ;
ত্রিবলী-অঙ্কিত দেহ প্রকাণ্ড তমাল শাল ;
কোথা বা ঋষির মত
অশথের গাছ যত
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৌন ছড়ায়ে আঁধার ডাল।
মহর্ষি গুরুরে হেরি অমনি ভকতি ভরে
সসম্ভ্রমে শিষ্যগণ যেমন প্রণাম করে,
তেমনি কবিরে দেখি গাছেরা দাঁড়াল নুয়ে,
লতা-শ্মশ্রুময় মাথা ঝুলিয়া পড়িল ভুঁয়ে।
এক দৃষ্টে চেয়ে দেখি প্রশান্ত সে মুখচ্ছবি,
চুপি চুপি কহে তারা "ওই সেই! ওই কবি।"

Victor Hugo

বিসর্জ্জন।

(অনুবাদিত)

যে তোরে বাসেরে ভাল, তারে ভাল বেসে বাছা,
চিরকাল সুখে তুই রোস্।
বিদায়। মোদের ঘরে রতন আছিলি তুই,
এখন তাহারি তুই হোস্।
আমাদের আশীর্ব্বাদ নিয়ে তুই যা রে
এক পরিবার হতে অন্য পরিবারে।
সুখ শান্তি নিয়ে যাস্ তোর পাছে পাছে,
দুঃখ জ্বালা রেখে যাস্ আমাদের কাছে।

হেথা রাখিতেছি ধোরে সেথা চাহিতেছে তোরে,
দেরী হ'ল, যা' তাদের কাছে।
প্রাণের বাছাটি মোর, লক্ষ্মীর প্রতিমা তুই,
দুইটি কর্ত্তব্য তোর আছে।
একটু বিলাপ যাস্ আমাদের দিয়ে,
তাহাদের তরে আশা যাস্ সাথে নিয়ে;
এক বিন্দু অশ্রু দিস্ আমাদের তরে,
হাসিটি লইয়া যাস্ তাহাদের ঘরে।

Victor Hugo.

তারা ও আঁখি।

(অনুবাদিত)

কাল সন্ধ্যাকালে ধীরে সন্ধ্যার বাতাস
বহিয়া আনিতেছিল ফুলের সুবাস।
রাত্রি হ'ল, আঁধারের ঘনীভূত ছায়ে
পাখীগুলি একে একে পড়িল ঘুমায়ে।
প্রফুল্ল বসন্ত ছিল ঘেরি চারিধার
আছিল প্রফুল্লতর যৌবন তোমার,
তারকা হাসিতেছিল আকাশের মেয়ে,
ও আঁখি হাসিতেছিল তাহাদের চেয়ে।
দুজনে কহিতেছিনু কথা কানে কানে,
হৃদয় গাহিতেছিল মিষ্টতম তানে।
রজনী দেখিনু অতি পবিত্র বিমল,
ও মুখ দেখিনু অতি সুন্দর উজ্জ্বল,
সোনার তারকাদের ডেকে ধীরে ধীরে,
কহিনু "সমস্ত স্বর্গ ঢাল এর শিরে!"
বলিনু আঁখিরে তব "ওগো আঁখি-তারা,
ঢালগো আমার পরে প্রণয়ের ধারা।"

Victor Hugo.

সূর্য্য ও ফুল।

(অনুবাদিত)

মহীয়সী মহিমার আগ্নেয় কুসুম
সূর্য্য, ধায় লভিবারে বিশ্রামের ঘুম।
ভাঙ্গা এক ভিত্তি পরে ফুল শুভ্রবাস,
চারিদিকে শুভ্রদল করিয়া বিকাশ
মাথা তুলে চেয়ে দেখে সুনীল বিমানে
অমর আলোকময় তপনের পানে,
ছোট মাথা দুলাইয়া কহে ফুল গাছে—
"লাবণ্য-কিরণ ছটা আমারো ত আছে।"

Victor Hugo.

সম্মিলন।

(অনুবাদিত)

সেথায় কপোত-বধূ লতার আড়ালে
দিবানিশি গাহে শুধু প্রেমের বিলাপ।
নবীন চাঁদের করে একটি হরিণী
আমাদের গৃহদ্বারে আরামে ঘুমায়।
তার শান্ত নিদ্রাকালে নিশ্বাস পতনে
প্রহর গণিতে পারি স্তব্ধ রজনীর।
সুখের আবাসে সেই কাটাব' জীবন,
দুজনে উঠিব মোরা, দুজনে বসিব,
নীল আকাশের নীচে ভ্রমিব দুজনে,
বেড়াইব মাঠে মাঠে উঠিব পর্ব্বতে
সুনীল আকাশ যেথা পড়েছে নামিয়া।
অথবা দাঁড়াব মোরা সমুদ্রের তটে,
উপল-মণ্ডিত সেই স্নিগ্ধ উপকূল
তরঙ্গের চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসে মাতিয়া
থর থর কাঁপে আর জ্বল' জ্বল' জ্বলে!
যত সুখ আছে সেথা আমাদের হবে,

আমরা দুজনে সেথা হব' দুজনের,
অবশেষে বিজন সে দ্বীপের মাঝারে
ভালবাসা, বেঁচে থাকা, এক হ'য়ে যাবে।
মধ্যাহ্নে যাইব মোরা পর্ব্বত গুহায়,
সে প্রাচীন শৈল-গুহা স্নেহের আদরে
অবসান রজনীর মৃদু জোছনারে
রেখেছে পাষাণ কোলে ঘুম পাড়াইয়া।
প্রচ্ছন্ন আঁধারে সেথা ঘুম আসি ধীরে
হয়ত হরিবে তোর নয়নের আভা।
সে ঘুম অলস প্রেমে শিশিরের মত,
সে ঘুম নিভায়ে রাখে চুম্বন-অনল
আবার নূতন করি জ্বালাবার তরে।
অথবা বিরলে সেথা কথা কব' মোরা,
কহিতে কহিতে কথা, হৃদয়ের ভাব
এমন মধুর স্বরে গাহিয়া উঠিবে
আর আমাদের মুখে কথা ফুটিবে না।
মনের সে ভাবগুলি কথায় মরিয়া
আমাদের চোখে চোখে বাঁচিয়া উঠিবে!
চোখের সে কথাগুলি বাক্য হীন মনে
ঢালিবে অজস্র স্রোতে নীরব সঙ্গীত

মিলিবেক চৌদিকের নীরবতা সনে।
মিশিবেক আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে।
আমাদের দুই হৃদি নাচিতে থাকিবে,
শোণিত বহিবে বেগে দোঁহার শিরায়।
মোদের অধর দুটি কথা ভুলি গিয়া
ক'বে শুধু উচ্ছ্বসিত চুম্বনের ভাষা!
দু জনে দু জন আর রব'না আমরা,
এক হোয়ে যাব মোরা দুইটি শরীরে।
দুইটি শরীর? আহা তাও কেন হ'ল?
যেমন দুইটি উল্কা জ্বলন্ত শরীর,
ক্রমশঃ দেহের শিখা করিয়া বিস্তার
স্পর্শ করে, মিশে যায়, এক দেহ ধরে,
চিরকাল জ্বলে তবু ভস্ম নাহি হয়,
দুজনেরে গ্রাস করি দোঁহে বেঁচে থাকে;
মোদের যমক-হৃদে একই বাসনা,
দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে বাড়িয়া বাড়িয়া,
তেমনি মিলিয়া যাবে অনন্ত মিলনে।
এক আশা রবে শুধু দুইটি ইচ্ছার
এক ইচ্ছা রবে শুধু দুইটি হৃদয়ে,
একই জীবন আর একই মরণ,

একই স্বরগ আর একই নরক,
এক অমরতা কিম্বা একই নির্ব্বাণ !
হায় হায় একি হ'ল একি হ'ল মোর !
আমার হৃদয় চায় উধাও উড়িয়া
প্রেমের সুদূর রাজ্যে করিতে ভ্রমণ,
কিন্তু গুরুভার এই মরতের ভাষা
চরণে বেঁধেছে তার লোহার শৃঙ্খল।
নামি বুঝি, পড়ি বুঝি, মরি বুঝি মরি।

Shelley.

স্রোত।

জগত-স্রোতে ভেসে চল',
  যে যেথা আছ ভাই।
চলেছে যেথা রবি শশি
  চলরে সেথা যাই।
কোথায় চলে কে জানে তা'
  কোথায় যাবে শেষে।
জগত-স্রোত বহে গিয়ে
  কোন্ সাগরে মেশে।
অনাদি কাল চলে স্রোত
  অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব
  অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ,
  গণিবে কেবা কত।
ভাসিছে শত গ্রহ তারা,
  ডুবিছে শত শত।
ঢেউয়ের পরে খেলা করে
  আলোকে আঁধারেতে,

জলের কোলে লুকাচুরি
  জীবনে মরণেতে।
শতেক কোটি গ্রহতারা
  যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে
  ঢালিয়া দিব কায়।
অসীম কাল ভেসে যাব'
  অসীম আকাশেতে,
জগত কল-কলরব
  শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ,
  দেখিব মিশে যায়।
জীবন-মাঝে উঠে ঢেউ
  মরণ গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে,
  দেখিব তুলে মুখ,
কতনা আশা, কত হাসি,
  কতনা সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা,
  কত না হায়-হায়,

তপন ভাসে, তারা ভাসে
তা'রাও ভেসে যায়!
কতনা যায়, কত চায়,
কত না কাঁদে হাসে,
আমিত শুধু ভেসে যাব
দেখির চারি পাশে।

অবোধ ওরে, কেন মিছে
করিস্ আমি, আমি!
উজানে যেতে পারিবি কি
সাগর-পথ-গামি!
জগত-পানে যাবিনেরে,
আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভুমি
কি জানি কি যে পাবি!
মাথায় কোরে আপনারে,
সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে
সে ত রে নহে সোজা!

অবশ দেহ, ক্ষীণ বল,
সঘনে বহে শ্বাস !
লইয়া তোর সুখ দুখ
এখনি পাবি নাশ !

জগত হয়ে রব আমি
একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে
একটি জল কণা।
আমার নাহি সুখ দুখ
পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি
তাহাই হ'য়ে যাই !
তপন ভাসে, তারা ভাসে,
আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান,
যেতেছি এক দেশে !
প্রভাত সাথে গাহি গান
সাঁঝের সাথে গাই,

তারার সাথে উঠি আমি
তারার সাথে যাই!
ফুলের সাথে ফুটি আমি,
লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু
ফুলের কাছাকাছি!
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে
শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি
সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি
আমার সাথে নাই,
জগত-স্রোতে দিবানিশি
ভাসিয়া চলে যাই!

শরতে প্রকৃতি।

কই গো প্রকৃতি রাণী, দেখি দেখি মুখ খানি,
কেন গো বিষাদ ছায়া রয়েছে অধর ছুঁয়ে ?
মুখানি মলিন কেন গো ?
এই যে মুহূর্ত্ত আগে হাসিতে ছিলে গো দেখি
পলক না পালটিতে সহসা নেহারি একি—
মরমে বিলীন যেন গো !
কেন তনু খানি ঢাকা, শুভ্র কুহেলিকা বাসে
মৃদু বিষাদের ভারে সুধীরে মুদিয়া আসে
নয়ন-নলিন হেন গো ?

ওই দেখ চেয়ে দেখ—একবার চেয়ে দেখ—
চাঁদের অধর দুটি হাসিতে ভাসিয়া যায় !
নিশীথের প্রাণে গিয়া সে হাসি মিশিয়া যায়।
সে হাসির কোলে বসি কানন গোলাপগুলি
আধ' আধ' কথা কহে সোহাগেতে দুলি দুলি !
সে হাসির পায়ে পড়ি নদীর লহরীগণ
যার যত কথা আছে বলিতে আকুল মন।
সে হাসির শিশু দুটি লতিকা মণ্ডপে গিয়া
আঁধারে ভাবিয়া সারা বাহিরিবে কোথা দিয়া !

সে হাসি অলসে ঢলি দিগন্তে পড়িয়া নুয়ে,
মেঘের অধর প্রান্ত একটু রয়েছে ছুঁয়ে ;
বল তুমি কেন তবে,
এমন মলিন র'বে ?
বিষাদ স্বপন দেখে হাসির কোলেতে শুয়ে।

ঘোমটাটি খোল' খোল'
মুখ খানি তোল' তোল'
চাঁদের মুখের পানে চাও এক বার।
বল দেখি কারে হেরি এত হাসি তার।
নিলাজ বসন্ত যবে কুসুমে কুসুম ময়—
মাতিয়া নিজের রূপে হাসিয়া আকুল হয়,
মলয় মরমে মরি,
ফিরে হাহাকার করি—
বনের হৃদয় হোতে সৌরভ-উচ্ছ্বাস বয়।
তারে হেরি হয় না সে এমন হরষে ভোর;
কি চোখে দেখেছে চাঁদ ওই মুখ খানি তোর।
তুই তবু কেন কেন
দারুণ বিরাগে যেন
চাসনে চাঁদের হাসি চাঁদের আদর।

নাই তোর ফুল বাস,
নাইক প্রেমের হাস,
পাপিয়া আড়ালে বসি শুনায় না প্রেম গান !
কি দুখেতে উদাসিনী
যৌবনেতে সন্যাসিনী !
কাহার ধেয়ানে মগ্ন শুভ্র বস্ত্র পরিধান ?

এক কালে ছিল তোর কুসুমিত মধু মাস—
হৃদয়ে ফুটিত তোর অজস্র ফুলের রাশ ;—
যৌবন উচ্ছ্বাসে ভোর
প্রাণের সুরভি তোর
পথিক সমীরে সব দিলি তুই বিলাইয়া !
শেষে গ্রীষ্ম তাপে জ্বলি
শুকাইল ফুল কলি,
সর্ব্বস্ব যাহারে দিলি সেও গেল পলাইয়া !
চেতনা পাইয়া শেষে হইয়া সর্ব্বস্ব-হারা
সারাটি বরষা তুই কাঁদিয়া হইলি সারা !
এত দিন পরে বুঝি শুকাইল অশ্রুধারা !
আজ বুঝি মনে মনে করিলি দারুণ পণ
যোগিনী হইবি তুই পাষাণে বাঁধিবি মন !

বসন্তের ছেলেখেলা ভাল নাহি লাগে আর—
চপল চঞ্চল হাসি ফুলময় অলঙ্কার!
এখন যে হাসি হাস' আজি বিরাগের দিন,
শুভ্র শান্ত সুবিমল বাসনা লালসা হীন।
এত যে করিলি পণ—
তবুওত ক্ষণে ক্ষণ
সে দিনের স্মৃতি-ছায়া হৃদয়ে বেড়ায় ভাসি।
প্রশান্ত মুখের পরে
কুহেলিকা ছায়া পড়ে—
ভাবনার মেঘ উঠে সহসা আলোক নাশি—
মুহূর্ত্তে কিসের লাগি
আবার উঠিস জাগি
আবার অধরে ফুটে সেই সে পুরাণো হাসি!

ঘুমায়ে পড়িস যবে বিহ্বল রজনী শেষে,
অতি মৃদু পা টিপিয়া উষা আসে হেসে হেসে,
অতিশয় সাবধানে দুইটি আঙুল দিয়া
কুয়াশা ঘোমটা তোর দেয় ধীরে সরাইয়া!
অমনি তরুণ রবি পাশে আসি মৃদুগতি
মুদিত নয়ন তোর চুমে ধীরে ধীরে অতি!

শিহরিয়া কাঁপি উঠি
মেলিস্ নয়ন দুটি
রাঙা হোয়ে ওঠে তোর কপোল-কুসুম-দল
শরমে আকুল ঝরে শিশির-নয়ন-জল!

সুদূর আলয় হোতে তাড়াতাড়ি খেলা ভুলি
মাঝে মাঝে ছুটে আসে দুদণ্ডের মেঘ গুলি।
চমকি দাঁড়ায়ে থাকে, ওই মুখ পানে চায়,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শেষে কাঁদিয়া মরিয়া যায়!
কিসের বিরাগ এত, কি তপে আছিস ভোর!
এত কোরে সেধে সেধে
এত কোরে কেঁদে কেঁদে
যোগিনি, কিছুতে তবু ভাঙ্গিবে না পণ তোর?
যোগিনী, কিছুতে কিরে ফিরিবে না মন তোর?

চেয়ে থাকা।

মনেতে সাধ যে দিকে চাই
কেবলি চেয়ে রব!
দেখিব শুধু—দেখিব শুধু
কথাটি নাহি কব'!
পরাণে শুধু জাগিবে প্রেম,
নয়নে লাগে ঘোর!
জগতে যেন ডুবিয়া রব
হইয়া রব ভোর!

তটিনী যায়—বহিয়া যায়
কে জানে কোথা যায়;
তীরেতে ব'সে রহিব চেয়ে
সারাটি দিন যায়!
সুদূর জলে ডুবিছে রবি
সোনার লেখা লিখি,
সাঁঝের আলো জলেতে শুয়ে
করিছে ঝিকিমিকি!

সুধীর-স্রোতে তরণী-গুলি
যেতেছে সারি সারি,
বহিয়া যায়, ভাসিয়া যায়,
কত না নর নারী!
না জানি তারা কোথায় থাকে
যেতেছে কোন্ দেশে;
সুদূর তীরে কোথায় গিয়ে
থামিবে অবশেষে!
কত কি আশা গড়িছে ব'সে
তাদের মনখানি,
কত কি সুখ, কত কি দুখ
কিছুই নাহি জানি!

দেখিব পাখী আকাশে ওড়ে,
সুদূরে উড়ে যায়,
মিশায়ে যায় কিরণ মাঝে,
আঁধার রেখা প্রায়!
তাহারি সাথে সারাটি দিন
উড়িবে মোর প্রাণ;

নীরবে বসি তাহারি সাথে
গাহিব তারি গান।
তাহারি মত মেঘের মাঝে
বাঁধিতে চাহি বাসা,
তাহারি মত চাঁদের কোলে
গড়িতে চাহি আশা।
তাহারি মত আকাশে উঠে,
ধরার পানে চেয়ে,
ধরায় যারে এসেছি ফেলে
ডাকিব গান গেয়ে।
তাহারি মত, তাহারি সাথে
উষার দ্বারে গিয়ে,
ঘুমের ঘোর ভাঙ্গায়ে দিব
উষারে জাগাইয়ে।

পথের ধারে বসিয়া রব
বিজন তরুছায়,
সমুখ দিয়ে পথিক যত
কত না আসে যায়।

ধুলায় ব'সে আপন মনে
ছেলেরা খেলা করে
মুখেতে হাসি সখারা মিলে
যেতেছে ফিরে ঘরে!

পথের ধারে, ঘরের দ্বারে
বালিকা এক মেয়ে,
ছোট ভায়েরে পাড়ায় ঘুম
কত কি গান গেয়ে!
তাহার পানে চাহিয়া থাকি
দিবস যায় চলে
স্নেহেতে ভরা করুণ আঁখি,
হৃদয় যায় গোলে!
এতটুকু সে পরাণটিতে
এতটা সুধারাশি!
কাছেতে তাই দাঁড়ায়ে তারে
দেখিতে ভালবাসি!

কোথা বা শিশু কাঁদিছে পথে
মায়েরে ডাকি ডাকি,

আকুল হয়ে পথিক-মুখে
চাহিছে থাকি থাকি।
কাতর স্বর শুনিতে পেয়ে
জননী ছুটে আসে,
মায়ের বুক জড়ায়ে শিশু
কাঁদিতে গিয়ে হাসে।
অবাক হয়ে তাহাই দেখি
নিমেষ ভুলে গিয়ে,
দুইটি ফোঁটা বাহিরে জল,
দুইটি আঁখি দিয়ে!

যায় রে সাধ জগত পানে
কেবলি চেয়ে রই
অবাক্ হয়ে, আপনা ভুলে,
কথাটি নাহি কই।

Beautiful indeed

শীত।

পাখী বলে আমি চলিলাম ;—
ফুল বলে, আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না।
কিশলয় মাথাটি না তুলে.
মরিয়া পড়িয়া গেল ঝরি,
সায়াহ্ন, ধূমল-ঘন বাস
টানি দিল মুখের উপরি।
নিশীথিনী বাষ্পময় আঁখি
চোখেতে দেখিতে নাহি পায় ;
হিমানীর মৃত কোলে শুয়ে
জোছনা সে আড়ষ্টের প্রায়।

পাখী কেন গেলগো চলিয়া ?
কেন ফুল কেন সে ফুটেনা ?
চপল মলয় সমীরণ
বনে বনে কেন সে ছুটেনা ?

শীতের হৃদয় গেছে চোলে,
অসাড় হ'য়েছে তার মন,
ত্রিবলী-বলিত তার ভাল
কঠোর জ্ঞানের নিকেতন।
প্রেম নাই, দয়া নাই তার,
নীরস বৈরাগ্য শুধু আছে,
ফুল তার ভাল নাহি লাগে,
কবিতা নিরর্থ তার কাছে!
সে চায় বালক সমীরণ
সম্ভ্রমে দাঁড়ায়ে রবে দীন,
জোছনার হাসি মুখ হ'তে
হাসিরাশি হইবে বিলীন।
সে কাহারো সঙ্গ নাহি চায়,
একেলা করিতে চায় বাস।
চায় সে একেলা বসি বসি
ফেলিবেক শীতল নিশ্বাস।
জোছনার যৌবনের হাসি,
ফুলের যৌবন-পরিমল,
মলয়ের বাল্যখেলা যত,
পল্লবের বাল্য-কোলাহল,

সকলি সে মনে করে পাপ,
মনে করে প্রকৃতির ভ্রম,
ছবির মতন ব'সে থাকা
সেই জানে জ্ঞানীর ধরম।
তাই পাখী বলে চলিলাম ;
ফুল বলে আমি ফুটিব না ;
মলয় কহিয়া গেল শুধু,
বনে বনে আমি ছুটিব না ;
আশা বলে, বসন্ত আসিবে;
ফুল বলে, আমিও আসিব,
পাখী বলে, আমিও গাহিব,
চাঁদ বলে, আমিও হাসিব।

বসন্তের নবীন হৃদয়
নূতন উঠেছে আঁখি মেলে;
যাহা দেখে তাই দেখে হাসে,
যাহা পায় তাই নিয়ে খেলে।
মনে তার শত আশা জাগে,
কি যে চায় আপনি না বুঝে,

প্রাণ তার দশ দিকে ধায়
প্রাণের মানুষ খুঁজে খুঁজে।
ফুল-শিশু দেখিলে পাতায়
বসিয়া দুলায় তারে কোলে,
যখনি চাঁদের মুখ দেখে
তখনি হরষে যায় গোলে।
দখিনা বাতাস বহিলেই
অমনি সে খুলে দেয় বুক,
খোলা-মন ভোলা-মন তার
মুখ দেখে দূরে যায় দুখ।
ফুল ফুটে তারো মুখ ফুটে;
পাখী গায় সেও গান গায়;
বাতাস বুকের কাছে এলে
গলা ধ'রে দুজনে খেলায়।
প্রণয়ে হৃদয় তার ভরা,
বড়ই করুণ তার মন,
কেমন সুধীরে চুম' খায়
ফুলগুলি ঘুমায় যখন!
অতি মৃদু কথাগুলি কয়,
ফুলের মাথাটি লয়ে কোলে,

চুপি চুপি কি কহে কে জানে
কানেতে স্বপন দিবে বলে ?
তাই শুনি, বসন্ত আসিবে,
ফুল বলে, আমিও আসিব ;
পাখী বলে, আমিও গাহিব ;
চাঁদ বলে আমিও হাসিব।

শীত তুমি হেথা কেন এলে ?
উত্তরে তোমার দেশ আছে,
পাখী সেথা নাহি গাহে গান,
ফুল সেথা নাহি ফুটে গাছে।
সকলি তুষার-মরুময়,
সকলি আঁধার জনহীন,
সেথায় একেলা বসি বসি
জ্ঞানীগো কাটায়ো তব দিন।
এযে হেথা কবিতার দেশ,
হেথা কেন তব আগমন,
হেথায় যে ফুল ফুটে গাছে,
হেথায় যে বহে সমীরণ,

হেথায় সকলি অনুরাগ—
হেথায় বৈরাগ্য কিছু নাই,
তুমিগো দারুণ জ্ঞানবান—
হেথায় তোমারে নাহি চাই!

সাধ।

অরুণময়ী তরুণ উষা
   জাগায়ে দিল গান।
পূরব মেঘে কনক-মুখী
বারেক শুধু মারিল উঁকি
অমনি যেন জগত ছেয়ে
   বিকশি উঠে প্রাণ!
কাহার হাসি বহিয়া এনে
   করিলি সুধা দান।
ফুলেরা সব চাহিয়া আছে
আকাশ-পানে মগন-মনা,
মুখেতে মৃদু বিমল হাসি
নয়নে দুটি শিশির কণা!
আকাশ পারে কে যেন বসে,
তাহারে যেন দেখিতে পায়,
বাতাসে দুলে বাহুটি তুলে
মায়ের কোলে ঝাঁপিতে যায়।
কি যেন দেখে, কি যেন শোনে,
কে যেন ডাকে, কে যেন গায়,

ফুলের মুখ, ফুলের হাসি
দেখিবি তোরা আয়রে আয়।

আ-মরি মরি অমনি যদি
ফুলের মত চাহিতে পারি!
বিমল প্রাণে বিমল সুখে,
বিমল প্রাতে, বিমল মুখে,
ফুলের মত অমনি যদি
বিমল হাসি হাসিতে পারি!
দুলিছে, মরি, হরষ-স্রোতে,
অসীম স্নেহে আকাশ হতে
কে যেন তারে খেতেছে চুমো,
কোলেতে তারি পড়িছে লুটে!
কে যেন তারি নামটি ধোরে
ডাকিছে তারে সোহাগ কোরে
শুনিতে পেয়ে ঘুমের ঘোরে,
মুখটি ফুটে হাসিটি ফোটে,
শিশুর প্রাণে সুখের মত
সুবাস টুকু জাগিয়া ওঠে!

আকাশ পানে চাহিয়া থাকে
না জানি তাহে কি সুখ পায়!
বলিতে যেন শেখেনি কিছু
কি যেন তবু বলিতে চায়!

আঁধার কোণে থাকিস্ তোরা,
জানিস কিরে কত সে সুখ,
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ!
সুদুর দূ—র, সুনীল নী—ল,
সুদূরে পাখী উড়িয়া যায়।
সুনীল দূরে ফুটিছে তারা
সুদুর হতে আসিছে বায়!
প্রভাত-করে করিরে স্নান,
ঘুমাই ফুল-বাসে,
পাখীর গান লাগেরে যেন
দেহের চারি পাশে!
বাতাস যেন প্রাণের সখা,
প্রবাসে ছিল, নতুন দেখা,

ছুটিয়া আসে বুকের কাছে
বারতা শুধাইতে ;
চাহিয়া আছে আমার মুখে,
কিরণময় আমারি সুখে
আকাশ যেন আমারি তরে
রয়েছে বুক পেতে।
মনেতে করি আমারি যেন
আকাশ-ভরা প্রাণ,
আমারি প্রাণ হাসিতে ছেয়ে
জাগিছে উষা তরুণ-মেয়ে,
করুণ আঁখি করিছে প্রাণে
অরুণ-সুধা দান !
আমারি বুকে প্রভাত বেলা,
ফুলেরা মিলি করিছে খেলা,
হেলিছে কত, দুলিছে কত,
পুলকে ভরা মন,
আমারি তোরা বালিকা মেয়ে
আমারি স্নেহ ধন !
আমারি মুখে চাহিয়া তোর
"আঁখিটি ফুট্ ফুটি !"

আমারি বুকে আলয় পেয়ে
হাসিয়া কুটিকুটি !
কেনরে, বাছা, কেনরে হেন
আকুল কিলিবিলি,
কি কথা যেন জানাতে চাস,
সবাই মিলি মিলি !
হেথায় আমি রহিব বসে,
আজি সকাল-বেলা,
নীরব হয়ে দেখিব চেয়ে
ভাই বোনের খেলা !
বুকের কাছে পড়িবি ঢ'লে
চাহিবি ফিরে ফিরে,
পরশি দেহে কোমল-দল
স্নেহেতে চোখে আসিবে জল,
শিশির সম তোদের পরে
ঝরিবে ধীরে ধীরে !

হৃদয় মোর আকাশ মাঝে
তারার মত উঠিতে চায়,

আপন সুখে ফুলের মত
আকাশ পানে ফুটিতে চায়।
নিবিড় রাতে আকাশে উঠে
চারিদিকে সে চাহিতে চায়,
তারার মাঝে হারায়ে গিয়ে
আপন মনে গাহিতে চায়!
মেঘের মত হারায়ে দিশা
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়;
কোথায় যাবে কিনারা নাই,
দিবস নিশি চলেছে তাই,
বাতাস এসে লাগিছে গায়ে,
জোছনা এসে পড়িছে পায়ে,
উড়িয়া কাছে গাহিছে পাখী,
মুদিয়া যেন এসেছে আঁখি,
আকাশ মাঝে মাথাটি থুয়ে
আরামে যেন ভাসিয়া যায়,
হৃদয় মোর মেঘের মত
আকাশ মাঝে ভাসিতে চায়!
ধরার পানে মেলিয়া আঁখি
উষার মত হাসিতে চায়,

জগত মাঝে ফেলিতে পা
চরণ যেন উঠিছে না,
সরমে যেন হাসিছে মৃদু হাস,
হাসিটি যেন নামিল ভুঁয়ে,
জাগায়ে দিল ফুলেরে ছুঁয়ে
মালতী বধূ হাসিয়া তারে
করিল পরিহাস।
মেঘেতে হাসি জড়ায়ে যায়,
বাতাসে হাসি গড়ায়ে যায়,
উষার হাসি, ফুলের হাসি
কানন মাঝে ছড়ায়ে যায়।
হৃদয় মোর আকাশে উঠে
উষার মত হাসিতে চায়।

সমাপন।

আজ আমি কথা কহিব না।
আর আমি গান গাহিব না।
হের আজি ভোর-বেলা এসেছেরে মেলা লোক,
ঘিরে আছে চারিদিকে
চেয়ে আছে অনিমিখে,
হেরে মোর হাসি-মুখ ভুলে গেছে দুখ শোক!
আজ আমি গান গাহিব না।

সকাতরে গান গেয়ে
পথপানে চেয়ে চেয়ে,
এদের ডেকেছি দিবানিশি,
ভেবেছিনু মিছে আশা,
বোঝেনা আমার ভাষা,
বিলাপ মিলায় দিশি দিশি!
কাছে এরা আসিত না,
কোলে ব'সে হাসিত না,
ধরিতে চকিতে হত লীন।
মরমেবাজিত ব্যথা,
সাধিলে না কহে কথা,
সাধিতে শিখিনি এত দিন!

দিত দেখা মাঝে মাঝে,
দূরে যেন বাঁশি বাজে,
আভাস শুনিনু যেন হায়!
মেঘে কভু পড়ে রেখা,
ফুলে কভু দেয় দেখা,
প্রাণে কভু ব'হে চলে যায়!

আজ তারা এসেছেরে কাছে,
এর চেয়ে শোভা কিবা আছে!
কেহ নাহি করে ডর, কেহ নাহি ভাবে পর,
সবাই আমাকে ভাল বাসে,
আগ্রহে ঘিরেছে চারি পাশে!

এসেছিস্ তোরা যত জনা,
তোদের কাহিনী আজি শোনা!
যার যত কথা আছে, খুলে বল্ মোর কাছে,
আজ আমি কথা কহিব না!
আয় তুই, কাছে আয়, তোরে মোর প্রাণ চায়,
তোর কাছে শুধু ব'সে রই!
দেখি শুধু, কথা নাহি কই!

ললিত পরশে তোর, পরাণে লাগিছে ঘোর,
চোখে তোর বাজে বেণু বীণা!
তুই মোরে গান শুনাবিনা!
জেগেছে নূতন প্রাণ, বেজেছে নূতন গান,
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি!
আমারে বুকেতে নেরে, কাছেতে আয়রে, আমি যেরে
নিখিলের খেলাবার সাথী।

চারিদিকে সৌরভ, চারিদিকে গীত-রব,
চারিদিকে সুখ আর হাসি,
চারি দিকে শিশুগুলি মুখে আধ আধ বুলি,
চারিদিকে স্নেহ প্রেম রাশি!
আমারে ঘিরেছে কা'রা, সুখেতে করেছে সারা
জগতে হয়েছে হারা প্রাণের বাসনা,
আর আমি কথা কহিব না!
আর আমি গান গাহিব না!

সমাপ্ত।

National Library,
Calcutta-27.